দাড়ি না রাখায় আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর ২৮০ সদস্য বরখাস্ত

সারে-জমিন

বিডিও অফিসে ঢুকে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

রূপসী বাংলা

সরকার পরিচালনায় মোদির দুর্বলতা দিন দিন প্রকট হচ্ছে

সম্পাদকীয়

ইসলামে ন্যায়বিচার ও সুশাসন

দাওয়াত

লাজংয়ের কাছে হেরে ডুরান্ড কাপ থেকে বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২২ আগস্ট, ২০২৪
৬ ভাদ্র ১৪৩১
১৬ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 227 ■ Daily APONZONE ■ 22 August 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

আজ ওয়াকফ নিয়ে সংসদীয় যৌথ কমিটির প্রথম বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল সম্পর্কিত সংসদের যৌথ কমিটির প্রথম বৈঠক আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সদস্যদের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক এবং আইন ও বিচার মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার কথা রয়েছে। বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পালের নেতৃত্বাধীন ৩১ সদস্যের কমিটিকে লোকসভায় বিতর্কিত বিলটি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। লোকসভা সচিবালয় জানিয়েছে, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা বিল নিয়ে প্রস্তাবিত সংশোধনী নিয়ে কমিটিকে অবহিত করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ওয়াকফ সংশোধণী বিলে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে মুসলিম মহিলা ও অমুসলিম প্রতিনিধিত্ব রাখা সহ বিলের অন্যতম প্রধান বিতর্কিত বিধান হল কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ বা সরকারি জমি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ কিনা তা নির্ধারণে জেলা কালেক্টরকে মনোনীত করার প্রস্তাব। এর ফলে ওয়াকফ সম্পত্তি আর ওয়াকফ বোর্ডে নিয়ন্ত্রণে থাকবে না বলে আশঙ্কা।

জুনিয়র ডাক্তারদের চার দফা দাবি মেনে নিল স্বাস্থ্য দফতর

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর কাণ্ডে ‘বিচার চাই’ স্লোগান তুলে বুধবার স্বাস্থ্যভবন অভিযান করলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সঙ্গে ছিলেন সিনিয়র ডাক্তাররাও। এদিন সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে থেকে শুরু হয় মিছিল। তাদের হাতে ছিল ‘আরজি কর কাণ্ডের বিচার চাই’ শিরোনামে নানা পোস্টার। জুনিয়র ডাক্তারদের এই মিছিল স্বাস্থ্য ভবনের দিকে এগোলেও পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়নি। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য সরকারকে এই মর্মে যে, শান্তিপূর্ণ কোন আন্দোলনের ওপর বল প্রয়োগ করতে পারবে না পুলিশ। সেই নির্দেশ মেনে এদিন বিশাল সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হলেও রাস্তায় কোন ব্যারিকেড করা হয়নি। শান্তিপূর্ণ ভাবে চিকিৎসকদের মিছিল এগিয়ে যায় স্বাস্থ্য ভবনের দিকে। জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকে হাজির ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা দেবাশিস হালদার এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েক প্রমুখ। ওই বৈঠকে তারা চার দফা দাবি তোলেন। সেই

দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে রাজ্যের কোনও সরকারি হাসপাতালে যেন নিয়োগ করা না হয়। এমনকী স্বাস্থ্য দফতরের কোনও পদে না রাখারও দাবি জানানো হয়। এছাড়া প্রাক্তন ডিন অফ স্টুডেন্ট তথা বর্তমান সুপার বুলবুল মুখোপাধ্যায় এবং চেস্ট মেডিসিনের প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরীরও পদত্যাগ দাবি করেছেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি দল। এর পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষের স্থলাভিষিক্ত অধ্যক্ষ সুহৃতা পাল অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব পেয়েও হাসপাতালে হাজির না থাকায় তাকে সরানোরও দাবি জানান তারা। সূত্রের খবর, স্বাস্থ্য দফতর তাদের দাবি মানার ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ কোনও আশ্বাস না দিলেও সন্ধ্যায় আরজি কর হাসপাতালে গিয়ে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানান, জুনিয়র ডাক্তারদের সব দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সন্দীপ ঘোষের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আরজি করের অধ্যক্ষ সুহৃতা পাল, বর্তমান সুপার বুলবুল মুখোপাধ্যায় ও চেস্ট মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরীকেও। হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বাভাবিক করতে তাদের সমস্ত দাবি মেনে নেওয়া হল বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব।

ছবি: মদনমোহন সামন্ত

আজ থেকে আরজি করের নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্বে ২ কোম্পানি সিআইএসএফ জওয়ান মোতায়েন করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা আরজি কর হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন। দিল্লি থেকে এডিজি সিআইএসএফ এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার কলকাতায় আসছেন। এদিকে বুধবার আর জি কর হাসপাতালে গিয়ে সিআইএসএফের একটি প্রতিনিধি দল সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। এরপর তারা লাল বাজারে গিয়ে পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বুধবার সিআইএসএফ ডিআইজি প্রতাপ সিংহ প্রথমে আরজি কর হাসপাতালে যান। এরপর তিনি যান লাল বাজারে। কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আরজি কর হাসপাতালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কিভাবে হাসপাতালে ভাঙচুর হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশের ভূমিকাতে বিস্ময় প্রকাশ করে দেশের শীর্ষ আদালত। আরজি কর হাসপাতাল থেকে নিরাপত্তাহীনতায় অনেক প্রেসিডেন্ট চিকিৎসক কর্মস্থল ছেড়েছেন ভাঙচুরের পর । ওই হাসপাতালের হোস্টেল গুলিতে আপাতত ৪০ জন মহিলা চিকিৎসক ও ৭০ জন পুরুষ চিকিৎসক রয়েছেন। ইন্টার রেসিডেন্ট ডাক্তার ও সিনিয়র চিকিৎসকরা যাতে কর্মস্থলে দ্রুত ফেরেন তার জন্য নিরাপদ বলয় গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দেখার বিষয়ে কথা বলে সুপ্রিম কোর্ট। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট নিরাপত্তার দায়িত্ব সি আই এস এফ এর হাতে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সলিসিটে জেনারেল তুষার মেহেতাকে। বুধবার সকালে এরপর সিআইএসএফের ডি আই জি আরজি কর হাসপাতাল ঘুরে দেখেন। কথা বলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

১৮ মাসের দূরশিক্ষার ডিএলএড দু বছরের কোর্সের সমতুল কিনা রায় দেবে শীর্ষ কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন (এনসিটিই) কর্তৃক নির্ধারিত ১৮ মাসের দূরশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডিএল.এড) দুই বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের সমতুল্য কিনা সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে।
বিচারপতি হৃষিকেশ রায় এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ৩০০ জনেরও বেশি ব্যক্তির দায়ের করা আবেদনে নোটিশ জারি করেছে। যে রায়ে বলা হয়েছিল ১৮ মাসের ডিপ্লোমাধারীরা পশ্চিমবঙ্গে ২০২২ সালের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য যোগ্য নয়।
এই মামলার মূল বিষয় হল ১৮ মাসের জন্য দূরশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় ডিপ্লোমা এনসিটি দ্বারা নির্ধারিত ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের সমতুল্য কিনা। অন্যের দায়ের করা ট্রান্সফার পিটিশনের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি রয়েছে। সমতার এই প্রশ্নটি অন্যরাও উত্থাপন করেছে বলে উল্লেখ করে আদালত বর্তমান মামলাটিকে আদালতে বিচারাধীন আরও একটি মামলার সাথে ট্যাগ করেছে।
১৮ মাসের ডিএলএড প্রার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে প্রথমে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আবেদনকারীরা। হাইকোর্টের একক বিচারপতি রিট পিটিশন খারিজ করে দিয়েছিলেন। বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য ও অন্যান্য। হাইকোর্ট তার রায়ে জোর দিয়ে বলেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড এনসিটিই-র অধীনে জারি করা বিধিবদ্ধ বিধান এবং বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘন করতে পারে না। আদালত রায় দিয়েছে যে ১৮ মাসের ডিপ্লোমাধারীরা পশ্চিমবঙ্গে ২০২২ সালের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য যোগ্য নয়। আদালত আরও উল্লেখ করে, একাডেমিক বছর এবং সেশনগুলির ব্যাখ্যা অবশ্যই বিধিবদ্ধ বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
আবেদনকারীদের যুক্তি ছিল দুটি একাডেমিক সেশনকে দুটি একাডেমিক বছরের সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করার জন্য। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। হাইকোর্ট পুনর্ব্যক্ত করে, এনসিটিই-র নিয়ম অনুযায়ী যার জন্য দুই বছরের ডিপ্লোমা প্রয়োজন অবশ্যই তা মেনে চলতে হবে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

দুর্নীতি দমন বিভাগের দায়িত্বে শামিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান জাভেদ শামীমকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হল। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি আর্থিক দুর্নীতি বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। ওই পদে ছিলেন আর রাজা শেখরন। একইসঙ্গে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রাজ্যের ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটির পদের দায়িত্ব সামলান। এর পাশাপাশি বর্তমান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের এডিসি মণীশ জোশিকে বদলি করা হয় বিধাননগর কমিশনারেটের অ্যাডিশনাল ডিসি পদে। অপরদিকে রাজ্য পালের নতুন এডিসি পদে নিয়ে আসা হয় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শান্তি দাসকে। মহিলা আইপিএস অফিসার শান্তি দাস এখন থেকে রাজ্যপালের এডিসি পদের দায়িত্ব সামলাবেন। রাজ্যে চলা বর্তমান পরিস্থিতির জেরে রাজ্য গোয়েন্দা প্রধানকে গোয়েন্দা দফতরের পাশাপাশি আর্থিক দুর্নীতি তদন্ত দফতরের দায়িত্ব সামলানোর বিজ্ঞপ্তি জারি হয় নবান্ন থেকে।

ন্যায়বিচারের দাবিতে মিছিল কান্দিতে

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: আরজিকর কান্ডে নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে এবার পথে নামলেন কান্দি মহকুমা আদলতের আইনজীবীরা। সুবিচার চেয়ে আইনজীবীদের মিছিল প্রসঙ্গত কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে তোলপাড় গোটা বাংলা, দেশজুড়ে চলছে আন্দোলন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের হাসপাতালে চিকিৎসকরাও আন্দোলন নেমেছেন। তাছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষও প্রকৃত দোষীদের ন্যায়বিচাররের দাবিতে পথে নেমেছেন।

এবার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে কান্দি মহকুমা আদলতের আইনজীবীদের বুধবার কালো রোব পরে হাতে পোস্টার নিয়ে মিছিল করেন কান্দি মহকুমা কোর্টের আইনজীবীরা । এদিন কান্দি কোর্ট থেকে বিভিন্ন এলাকায় একটি মিছিল পরিক্রমা করেন,। মিছিলের মূল দাবী ছিল জাস্টিস, দোষীদের শাস্তি চাই। সকলেরই একই দাবি, ন্যায়বিচার।

এসডিওকে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য স্মারকলিপি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানে ১৪ই আগস্ট এক আদিবাসী তরুণীকে গলা কেটে খুন করা হয় এবং আরজিকরের মহিলা ডাক্তারের নৃশংস ও পার্শ্ববিক হত্যার বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদিবাসী সমাজের পক্ষ হইতে বোলপুর এসডিও অফিসের মাধ্যমে স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

বিডিও অফিস ও থানায় ঢুকে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আর জি কর কান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমানে আদিবাসী তরুণীকে খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে ক্রমশই সুর চড়াচ্ছে আদিবাসী সমাজ। আজ বাঁকুড়ার কোতুলপুরে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বিডিও অফিস ও থানায় ঢুকে চরম বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আদিবাসীদের সামাজিক সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের কর্মীরা। আর জি কর কান্ডের আবহের মাঝেই গত ১৪ আগষ্ট বর্ধমানে নৃশংস ভাবে খুন হন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আদিবাসী ছাত্রী। আর জি করে তিলোত্তমার খুন ধর্ষণের বিচার চাওয়ার পাশাপাশি এবার সেই আদিবাসী তরুণী খুনেও ক্রমশ নিজেদের আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে আদিবাসীরা। দফায় দফায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল ও পথ অবরোধের পর আজ ওই ইস্যুতে বাঁকুড়ার কোতুলপুরে বিডিও অফিস ও কোতুলপুর থানায় বিক্ষোভের ডাক দেয় ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল। ওই সংগঠনের কর্মীরা এদিন কোতুলপুর বাজারে মিছিল করে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে বিডিও অফিসের মূল গেট বন্ধ করে বিক্ষোভকারীদের আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা শেষ পর্যন্ত সেই গেট জোর করে খুলে বিডিও অফিসের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরে কোতুলপুর থানাতেও একইভাবে পুলিশের বাধা ভেঙে ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখান আদিবাসীরা। আর জি করের নির্যাতিতার পাশাপাশি খুন হওয়া আদিবাসী তরুনীর বিচার না পাওয়া পর্যন্ত এভাবেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আদিবাসীদের ওই সংগঠন।

আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদ বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদ মিছিল চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের। বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতাল থেকে প্রতিবাদ মিছিলটি বের হয়। পরবর্তীতে মিছিলটি গোটা শহর পরিক্রমা করে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন থানা মোড় এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। মিছিল থেকে আরজিকর হাসপাতালে নিহত চিকিৎসকের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি তোলেন সকলেই। এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: গৌতম মিঞ্জি জানান, 'আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদী মিছিল হিসেবে আমরা বালুরঘাট সদর হাসপাতালের তরফে এই র‍্যালিটি করেছি। আরজিকরের ঘটনায় প্রকৃত দোষীর বিচার আমরা চাই। কর্ম ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব বরাবরই ছিল। তাই কর্ম ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সহ আরজিকরের ঘটনার সুবিচারের দাবিতে আমরা আজ সকলেই এই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছি। বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি থানা মোড়ে শেষ হয়।'

কালিয়াচকে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: বুধবার মালদহের কালিয়াচক উত্তর চক্রের ব্যানারে হয়ে গেল একটি প্রতিবাদ মিছিল। কালিয়াচকের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সমস্ত কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন এই মিছিলে। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলালেন কালিয়াচক উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মানস চৌবে, আতিকুর রহমান, সাইফুল আলম, মনোজ রায়, শরিফুল ইসলাম সহ বহু শিক্ষক শিক্ষিকারা। কালিয়াচক উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মানস চৌবে বলেন, আর জি কর হাসপাতালে যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা ও ধর্ষণ করা হয়েছে একজন চিকিৎসককে তার প্রতিবাদে আমরা আজকে পদযাত্রার মাধ্যমে ধিক্কার মিছিল করলাম। আমাদের একটিই দাবি এই যে, নির্মম হত্যা জনক ঘটনা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসল দোষীদের খুঁজে বের তাদের এমনভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক ভবিষ্যতে যেন ভারতবর্ষের কোনো লোক যেন ধর্ষণ করার সাহস না পায়।যতদিন পর্যন্ত এই দোষীদের খুঁজে বের না করা হচ্ছে আমাদের আন্দোলন আরও তীব্রতর হবে। তাই আমাদের একটাই দাবি যত তাড়াতাড়ি হোক আসল যে দোষী তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা হোক।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে মিছিল আইএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীর ওপর বর্বরোচিত ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড ও পার্শ্ববর্তী ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির আহ্বানে বহরমপুরে আজ একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিলটি শহরের টেক্সটাইল মোড় থেকে জেলা শাসক দপ্তর পর্যন্ত যায়। সেখানে দলের একটি প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের দপ্তরে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে আর জি হাসপাতাল কাণ্ডের পরিপ্রক্ষিতে জেলার সরকারী হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। মহিলা চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসাকর্মীরা যাতে কর্মস্থলে কোনরকম হেনস্থার শিকার না হন, সেটা দেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতে হবে। পাশাপাশি, ওড়িশায় যেসব পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের মানুষজনও রয়েছেন। তাদের জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ সহ হেল্প লাইন নম্বরের চালু করার কথা বলা হয়েছে। তাদের সমস্যা দেখার জন্য একটি নোডাল অফিসারের নিয়োগের কথা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের হরিহরপাড়া ব্লক সভাপতি রাশিদুল মন্ডল, জলঙ্গি বিধানসভার পর্যবেক্ষক করিউল ইসলাম, মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক সভাপতি রেন্টু সেখ, ডোমকল ব্লক সভাপতি সিদ্দিক সেখ ও ফারাক্কা ব্লক সভাপতি আজমেরুল। এদিকে, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে হাওড়া শহরেও আজ এক মিছিল বের হয়। প্রতিবাদ মিছিলটি হাওড়া ময়দান থেকে জেলা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত যায়। এই মিছিলে মহিউদ্দিন আহামেদ মাহি সহ হাওড়া জেলার পার্টি নেতৃত্ব ডা: আফতাবুদ্দিন মোল্লা, ইমরান খান, শেখ নাজিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। হুগলীর রিষড়া পঞ্চায়েতের ভাদুয়া মোড় থেকে গুমোডাঙ্গা পর্যন্ত একটি প্রতিবাদী মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির কার্যকারী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক, সাদ্দাম হোসেন সহ হুগলি জেলার নেতৃত্ব। এই মিছিল থেকে তিলোত্তমার খুনিদের কঠোর শাস্তির পাশাপাশি বর্ধমানে খুন হয়ে যাওয়া আদিবাসী তরুণী প্রিয়াঙ্কা হাঁসদার খুনীদের গ্রেপ্তারের দাবী তোলা হয়। রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাববি ওঠে।

আর জি করে কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ফুরফুরায় মিছিল

মহম্মদ নুরুল ইসলাম ● ফুরফুরা

আপনজন: আর জি কর হাসপাতালের ছায়া পড়েছে ফুরফুরা শরীফেও। প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে পড়ে দরবার শরীফ। বুধবার ঠিক সন্ধ্যায় কয়েকশ মানুষের সঙ্গে মহিলারা মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদী মিছিল বের হয়। পীরজাদা মেহরাব সিদ্দিকী, পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী, পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকী ও পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী, পীরজাদা নৌশাদ সিদ্দিকী, পীরজাদা মনতাকিম সিদ্দিকী, পীরজাদা মসফেকিন সিদ্দিকী, পীরজাদা এহিয়া সিদ্দিকী সহ অনেকেই এদিনের মিছিলে শরিক হয়ে সোচ্চার হন। মাদ্রাসার অসংখ্য ছাত্ররাও মিছিলকে সমৃদ্ধ করে। খুন হওয়া মহিলা চিকিৎসকের প্রকৃত অপরাধীরা এখন কেন গ্রেফতার হয়নি? প্রশ্ন ওঠে মিছিলে। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে বলে জানান পীরজাদারা। ফুরফুরার উজ্জ্বলপুকুরে প্রথমে সবাই জমায়েত হন। তারপর প্রতিবাদ মিছিল হয়। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বহু মহিলা এই প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন। তাদের হাতে ছিল আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ না প্ল্যাকার্ড।

এছাড়া মাত্র কিছুদিন আগে উত্তরাখণ্ডে একজন মুসলিম মহিলা নার্সের খুন হওয়াকে কেন্দ্র করে সরব হয় মিছিলটি। মিছিলকারীদের বক্তব্য, রাজ্যে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন না, জরুরি পরিষেবা ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়েছে। মহিলা চিকিৎসক ও নার্স খুন হচ্ছেন। জড়িয়ে রয়েছে একাংশ চিকিৎসক মহল।এই অলাত ও অরাজকতা পরিবেশ সরকারের অবিলম্বে বন্ধ করে চিকিৎসা পরিষেবার গ্যারান্টি দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি উঠল মিছিলে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: তিলোত্তমার হত্যাকারীদের বিচার চেয়ে বাসন্তীর রাজপথে জনস্রোতের ঢেউ উঠল। হাজার হাজার মানুষের মিছিল থেকে দাব উঠলে 'মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই,খুব শীঘ্রই তিলোত্তমা হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই। ' বুধবার বিকালে বাসন্তীর পালবাড়ি থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয় উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রামবাসীদের উদ্যোগে। প্রতিবাদ মিছিলে হাজার হাজার গৃহবধুরা কোমরে কাপড় বেঁধে হাজীর হয়।বিচার চেয়ে স্লোগান দিতে থাকে। হাজীর হয় অগণিত সাধারণ মানুষজন,স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এদিন মিছিল শুরু হয় পালবাড়ি থেকে। দু কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মিছিল শেষ হয় কুলতলি এলাকায়। পাশাপাশি পালবাড়ি পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে প্রায় এক ঘন্টার অধিক সময় বিক্ষোভ অবস্থান চলে। এদিন অবস্থান বিক্ষোভ চলাকালীন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাসন্তী হাইওয়ে। তবে এতটা দীর্ঘ সময় অবরোধ চলায় সাধারণ মানুষ এবং নিত্যযাত্রী সহ বিভিন্ন যানবাহনের চালকরা প্রতিবাদ মিছিল এবং বিক্ষোভ অবস্থান কে সমর্থন করায় কোন প্রকার ভোগান্তী হয়নি।এদিন মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভে প্রায় চার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভের উদ্যোক্তা বিকাশ সরদার জানিয়েছেন, 'আমাদের দাবী অবিলম্বে মানা না হলে আগামী দিনে গোটা পশ্চিমবঙ্গ স্তব্ধ করে দেবো। কারণ সাধারণ মানুষ তিলোত্তমা কান্ডকে আর সহ্য করতে পারছে না। মেয়েরা বিচার চেয়ে রাত জাগছে। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কলেজ থেকে স্বতস্ফুর্ত ভাবে বেরিয়ে রাজপথে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ক্ষীপ্ত। আন্দোলনের ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ের ন্যায় স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। তাছাড়া আরজিকর কান্ডে অভিযুক্ত রাঘোব বোয়ালদের শীঘ্রই ফাঁসি চাই।'

দুই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: আর জি কর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকের মৃত্যুতে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলে পথে নামলো স্কুল পড়ুয়ারা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলটি ব্লকের কুলটি থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর রাখালদাস উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীরা ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পথ র‍্যালীর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ এক কিলোমিটার রাস্তা, অতিক্রম করে এই বিক্ষোভ দেখায় তাদের মূল দাবি আর জি কর মেডিকেল কলেজের মহিলা ডাক্তারের উপর নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত যেইসব ব্যক্তি রয়েছে সেই সব ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক এবং তাদের ফাঁসি চাই । এই ঘটনা যেন দ্বিতীয় কোনো মহিলাদের উপর না ঘটে ,সেই দাবি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বৃক্ষ মিছিল করে। কয়েক হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষিকারাও এই বিক্ষোভে পা মেলালেন। সেই সাথে গাজীর মহল সুমিতা বালা হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা দীর্ঘ দুই কিলোমিটার রাস্তা পথ অতিক্রম বিক্ষোভ দেখায়।

রাস্তায় নেমে মশাল মিছিল করে প্রতিবাদ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবি তুলে মশাল হাতে ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় রাস্তায় নেমে মিছিল করে প্রতিবাদ দেখাল হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা এলাকার চিকিৎসক,শিক্ষক,ছাত্র-ছাত্রি ও গৃহবধূরা। 'we want justice' এর শ্লোগান তুলে তুলসীহাটা দূর্গা মন্দির চত্বর থেকে মিছিল শুরু হয়।বাস স্ট্যান্ড ও বিবেকানন্দ মোড় হয়ে দূর্গা মন্দির চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।এই প্রতিবাদ মিছিলে প্রায় পাঁচ শতাধিক লোক পা মেলায়।মিছিলে যাতে কোনোরকম অপ্রিতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য আগে থেকেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস উপস্থিত ছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আইএমএ-র প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার আইএম এর আরামবাগ শাখার পক্ষ হতে আরজিকর মেডিকেল কলেজের মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের দাবিতে আরামবাগ শহর জুড়ে প্রতিবাদ ও মোমবাতি মিছিল হয়। এদিন এই মিছিলে আওয়াজ উঠে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনীকে গ্রেফতারের দাবিতে মিছিল হয়। এই মিছিলে পা মেলান আরামবাগ শহরে বিশিষ্ট সমাজসেবী আই এম এ র অন্যতম উদ্যোক্তা ডাক্তার অশোক কুমার নন্দী, ডাক্তার সৌরিশ চ্যাটার্জী, ডাক্তার সুব্রত ঘোষ সহ অন্যান্য শহরের বিশিষ্ট জনেরা এদিন এই প্রতিবাদ মিছিলে প্রচুর মানুষ পা মেলান।

দেগঙ্গায় পুনরায় দায়িত্ব পেলেন মিন্টু সাহাজি

এম মেহেদী সানি ও মনিরুজ্জামান ● দেগঙ্গা

আপনজন: দেগঙ্গা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনারের দায়িত্ব পেলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প ও বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা মফিদুল হক (মিন্টু) সাহাজি। রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া আনিসুর রহমান বিদেশের ঘাটতি পূরণে তিনি এই নতুন দায়িত্ব পেলেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। শেখ সাহাজানের পর সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা 'ইডি' রেশন দুর্নীতি মামলায় দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান (বিদেশ)কে গ্রেফতার করার পর থেকেই কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূল, এসব কিছুকে উপেক্ষা করে দেগঙ্গা এলাকার সংগঠন মজবুত এবং কর্মী সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতেই মফিদুল হক (মিন্টু) সাহাজিকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হলো বলেই মনে করছেন অনেকে।

উল্লেখ্য ২০১৩ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত দেগঙ্গা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দায়িত্বে থাকা পোড় খাওয়া তৃণমূল নেতা মফিদুল হক (মিন্টু) সাহাজিকে সরিয়ে, রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বাম থেকে তৃণমূল শিবিরে যোগ দেওয়া আনিসুর রহমান (বিদেশ) কে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পান। সম্প্রতি তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পর জানা যায় কিছুটা হলেও খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছিল তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। তৃণমূল সূত্রের খবর দেগঙ্গা এলাকার সংগঠনকে মজবুত করতে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সকল কর্মী সমর্থকদেরকে একসুতোয় বাঁধতে তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সির নির্দেশে দেগঙ্গা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার পদে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা মফিদুল হক (মিন্টু) সাহাজিকে নিয়োগ করেছেন।

ভাদু সেখ খুনের আসামীদের চিনতে পারলেন না তার স্ত্রী

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: "উই ওয়ান্ট জাস্টিস"। কথাটা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা শ্লোগান হিসেবেই থেকে যায়। রামপুরহাট এক নম্বর ব্লক এলাকার ঘটনার প্রেক্ষিতে আদালতে সাক্ষীদের বয়ানে সেই রকম চিত্র ফুটে উঠেছে। যার প্রেক্ষিতে খুনের তদন্তকারী সিবিআই এর আইনজীবিদের মধ্যেও হতাশার সুর। উল্লেখ্য গত২১শে মার্চ ২০২২ সালে রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান ভাদু শেখ আততায়ীর হাতে বোমার আঘাতে খুন হন। ঘটনার প্রতিশোধ নিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ১০ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।সে নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী সরজমিনে এসে আশ্বস্ত করেন তৎকালীন তৃণমূল ব্লক সভাপতি আনারুল সেখকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন। ঘটনায় জড়িতদের কঠোরভাবে শাস্তির দাবি তোলা হয়। তদন্তের দায়িত্বভার সিবিআই এর হাতে যায়। আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ করার সময় উভয় পক্ষের সাক্ষীদের কাছথেকে শুনতে পান ভিন্ন সুর। যদিও সকলেই চেয়েছিলেন এখানে সত্যটা উঠে আসুক তাই সিবিআই এর হাত তদন্তভার যায়। কিন্তু বর্তমানে সাক্ষীরা সমস্তই পাল্টে গেছে। তারা সিবিআইকে যে কথা বলেছিলেন, কোর্টে এসে সে কথা বলছেন না। এমনকি মৃত ভাদু সেখ এর স্ত্রী তিনিও কোন অভিযুক্তকে চিনতে পারছেন না বলে সাক্ষী দিতে এসে সেটাই বলে গেছেন বলে জানা যায়। বুধবার দুজনের সাক্ষী ছিল যারমধ্যে একজন নিহত ভাদু সেখ এর স্ত্রী এবং অপরজন যার দোকানে সিসিটিভি ফুটেজে ভাদু শেখ খুনের ছবি ধরা পড়েছিল তার মালিক।যদিও তারা কেউ ঘটনাস্থলে ছিলেন না এবং কথাও যেগুলো বললেন সেগুলো সিবিআই এর কাছে আগে বলেননি। তাদের দুজনেরই একই বক্তব্য আসামীদের তারা চেনেন না। তবে সিবিআই বললেন "উই ওয়ান্ট জাস্টিস"- সেজন্যই আমরা তদন্ত শুরু করেছিলাম। এখন সাক্ষীরা পাল্টে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের কি করার আছে। সিবিআই এর পক্ষের এবং ভাদু শেখের পক্ষের উভয় আইনজীবী শোনালেন হতাশ সুরের সেই কথা।

প্রথম নজর

১৩ বছর পর চেচনিয়া সফরে পুতিন

আপনজন ডেস্ক: আচমকা রাশিয়ার মুসলিম প্রধান প্রজাতন্ত্র চেচনিয়া সফরে গেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গত ১৩ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো উত্তর ককেশাসের এই প্রজাতন্ত্রে পা রাখলেন তিনি। এ সময় চেচেন নেতা রমজান কাদিরভকে সঙ্গে নিয়ে চেচেন সেনা ও স্বেচ্ছাসেবকদের ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সক্ষমতাও পরিদর্শন করেন পুতিন।

সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, পুতিনের চেচনিয়া সফরের বিষয়ে ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে আগে থেকে কোনো ঘোষণা দেয়া হয়নি। পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) সেখানে যান তিনি। এমন এক সময়ে পুতিন সেখানে গেলেন যখন কুরস্ক অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে বিতাড়িত করতে লড়াই করছে রুশ বাহিনী। চেচনিয়ার গুডারমেসে অবস্থিত রাশিয়ান স্পেশাল ফোর্সেস ইউনিভার্সিটিতে প্রশিক্ষণরত যোদ্ধাদের উদ্দেশে পুতিন বলেন, যতদিন তোমাদের মতো সাহসী পুরুষ রয়েছে, আমরা সম্পূর্ণ অপরাজেয়।

তিনি আরো বলেন, গণনায় গোলাগুলি করা এক জিনিস, কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নেয়া অন্য।

তোমাদের মাতৃভূমির প্রতিরক্ষায় সাহসিকতা ও অভ্যন্তরীণ তাগিদ রয়েছে।

মঙ্গলবার একটি পৃথক সভায় রমজান কাদিরভ পুতিনকে জানান, ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ৪৭ হাজারের বেশি সেনা দিয়েছে চেচনিয়া। তাদের মধ্যে ১৯ হাজারের মতো স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

প্রসঙ্গত, সপ্তাহ দুয়েক আগে রুশ সীমান্ত টপকে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল ইউক্রেনের সেনারা। তারপর সীমান্ত থেকে রাশিয়ার ভেতরে বেশকিছু অঞ্চল তাদের দখলে রয়েছে। বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়াকে এত বড় অনুপ্রবেশ মোকাবিলা করতে হয়নি।

ফের ১৫ দিনের রিমান্ডে ইমরান খান ও বুশরা

আপনজন ডেস্ক: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআইয়ের শীর্ষ নেতা ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবির ১৫ দিনের বিচারিক হেফাজত (রিমান্ড) মঞ্জুর করেছেন পাকিস্তানের দুর্নীতিবিরোধী বিশেষ আদালত।

সোমবার রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে রাষ্ট্রীয় উপহার (তোশাখানা) সংক্রান্ত নতুন একটি মামলায় শুনানি নিয়ে বিচারক রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন। আগামী ২ সেপ্টেম্বর তাদের আদালতে হাজির করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। অপর একটি মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড শেষে তারা সোমবার আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ৮ আগস্ট তাদের এই রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছিল। খবর-জিও নিউজ

মামলার শুনানি চলার সময় দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা জাতীয় জবাবদিহি ব্যুরোর বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত জবাব দেন ইমরান খান ও বুশরা। ইদ্দত মামলায় ইসলামাবাদের জেলা ও দায়রা আদালত খালাস দেওয়ার পরপরই তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে এই তোশাখানা মামলা করা হয়।

এদিকে পাকিস্তানের সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীকে সেনাবাহিনী ক্ষমা চাইতে বলেছিল বলে দাবি করেছেন তিনি নিজেই।

শনিবার আদিয়ালা কারাগারে বসে সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন ইমরান। কয়েকজন সাংবাদিক কারাগারের ভেতর স্থাপিত আদালতে ইমরান খানের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক কথা বলেন। এ সময় সাংবাদিকরা বলেন, ৯ মের সহিংস বিক্ষোভের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সেনাবাহিনী ক্ষমা চাইতে বলেছেন।

তিনি ক্ষমা চাইবেন কিনা, জানতে চান সাংবাদিকরা।

তাদের প্রশ্নের উত্তরে ইমরান খান বলেন, ক্ষমা চাওয়ার কোনো কারণ নেই।

দাড়ি না রাখায় আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর ২৮০ সদস্য বরখাস্ত

আপনজন ডেস্ক: দাঁড়ি না রাখায় নিরাপত্তা বাহিনীর ২৮০ জনেরও বেশি সদস্যকে বরখাস্ত করেছে আফগানিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তালেবানের নৈতিকতা মন্ত্রণালয়। এছাড়া গত বছরে 'অশ্লীল কর্মকাণ্ডের' অভিযোগে ১৩ হাজারের বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার তালেবান কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও আইন বিভাগের পরিচালক মহিবুল্লাহ মোখলিস একটি সংবাদ সম্মেলনে জানান, কর্মকর্তারা গত বছর ২১ হাজার ৩২৮টি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করেছে। পাশাপাশি হাজার হাজার কম্পিউটার অপারেটরকে বাজারে 'অশ্লীল' চলচ্চিত্র বিক্রি করতে বাধা দিয়েছে।

এ সময় ইসলামি আইনের অধীনে দাঁড়ি না রাখার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর ২৮১ সদস্যকে চিহ্নিত করে বরখাস্ত করার কথাও জানান মোখলিস। ২০২১ সালে তালেবান বাহিনী আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করলে দেশটির নারী মন্ত্রণালয় বাতিল করে নৈতিকতা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

জানা গেছে, ইসলামিক ব্যাখ্যা অনুসারে পোশাক না পরার অভিযোগে আফগানিস্তানে অসংখ্য নারীকে নৈতিকতা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা হেনস্তা করেছেন বলে জানিয়েছিল দেশটিতে থাকা জাতিসংঘের মিশন।

নৈতিকতা মন্ত্রণালয় বলেছে, ইসলামিক পোশাকের নিয়মগুলো নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন পরিকল্পনার ওপর কাজ চলছে। বিষয়টি এখন দক্ষিণের শহর কান্দাহারে থাকা তালেবানের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। মোখলিস বলেন, 'সর্বোচ্চ নেতার নির্দেশনার ভিত্তিতে নারীদের পর্দা নিয়ে খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়েছে।' নৈতিকতা মন্ত্রণালয় এর আগে বলেছিল, নারীদের মুখ ঢেকে রাখা উচিত বা পুরো শরীর ঢেকে রাখে এমন বোরকা পরা উচিত। তালেবানরা ক্ষমতা দখলের আগে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীরা সাধারণত তাঁদের চুল ঢেকে রাখতেন। যদিও রাজধানী কাবুলের নারীরা এটিরও প্রয়োজন বোধ করতেন না।

মোখলিস জানিয়েছেন, আফগানিস্তানে তারা নারী বিক্রির মাত্র ২০০টি এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ২ হাজার ৬০০ টির বেশি মামলা প্রতিরোধ করেছেন।

ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্মেলনে ওবামা, চাইলেন কমলা হ্যারিসের পক্ষে ভোট

আপনজন ডেস্ক: ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। সেখানে ক্ষমতাসীন দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমল হ্যারিসকে সমর্থনের পাশাপাশি তার হয়ে জনগণের কাছে ভোটও চেয়েছেন তিনি।

ডেমোক্র্যাট দলের জাতীয় সম্মেলনে কমলার প্রতি সমর্থন জানিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, আমেরিকা একটি নতুন অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত। আমেরিকা একটি ভালো গল্পের জন্য প্রস্তুত। আমরা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিসকে পাওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং কমলা হ্যারিস দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। শিশু যৌন নিপীড়কদের বিরুদ্ধে একজন প্রসিকিউটর হিসেবে কমলা হ্যারিসের লড়াইয়ের ইতিহাসও তুলে ধরেন বারাক ওবামা।

ডেমোক্র্যাট দলের জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে কমলার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ভোটারদেরকে তাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এই সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে নির্বাচনী প্রচারণার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস এবং রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার দ্বিতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে নেমেছেন ট্রাম্প এবং কমলার জন্য এটা নতুন অভিজ্ঞতা। তবে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ নেতা, সাবেক প্রেসিডেন্টদের প্রশংসায় ভাসতে শুরু করেছেন কমলা। তার প্রতি সর্বোচ্চ সমর্থন দেখিয়েছেন হিলারি ক্লিনটন, বারাক ওবামা, বাইডেনসহ অনেক শীর্ষ নেতাই। প্রসঙ্গত, এর আগে ডেমোক্র্যাট দলের জাতীয় সম্মেলনের প্রথম দিনে কমলার প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রচারণায় অংশ নেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সম্মেলনের প্রথম রাতে শিকাগোতে বক্তব্য রাখেন তিনি। সে সময় বাইডেন বলেন, আপনাদের অনেকের মতোই আমি এই দেশকে ভালোবাসি। তিনি বলেন, কমলা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেওয়াটা তার পুরো ক্যারিয়ারের মধ্যে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত ছিল। বাইডেন বলেন, তিনি (কমলা হ্যারিস) কঠিন, তিনি অভিজ্ঞ এবং তিনি অত্যন্ত সৎ একজন মানুষ। বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তাকে টিস্যু দিয়ে চোখের পানি মুছতে দেখা যায়। শিকাগোর ইউনাইটেড সেন্টার অ্যারেনায় ওই সম্মেলন শুরু হয়েছে। চার দিনের এই সম্মেলন আগামী বৃহস্পতিবার শেষ হবে বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাট দলের এই সম্মেলনকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আগামী বুধবার বিল ক্লিনটনও এতে অংশ নেবেন।

ইসরায়েল শুধু জিম্মিদের মুক্তি চায়, যুদ্ধের অবসান নয়: হামাস

আপনজন ডেস্ক: গাজায় চলমান সংঘাত অবসানের কোনো ইচ্ছেই নেই ইসরায়েলের। নানা কৌশলে এই যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে দেশটি। এমনটাই দাবি করেছে হামাস। সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র হামাস ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির চেষ্টা নতুন করে আবারো শুরু হয়েছে। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দাবি করেছেন, হামাস যুদ্ধবিরতিতে বাধা দিচ্ছে। ব্লিঙ্কেনের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে হামাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে দাবি করছেন সেটি 'বিভ্রান্তিকর'।

হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর কর্মকর্তা বাসেম নাইম জানান,ইসরায়েল এই আলোচনায় একমুখী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করছে। তারা শুধু জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। এ ক্ষেত্রে হামাসের তিন দাবীকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে চাইছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতিনিধিরা।

বাসেম জানান, এই তিন দাবী হল–স্থায়ী ভাবে যুদ্ধের অবসান, গাজা থেকে সব ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার এবং বাস্তুচ্যুত মানুষদের নিজ বাড়িতে ফেরার পথ সুগম করা।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, ইসরায়েলি হামলার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার ১৭৩ জন নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া আরও ৯২ হাজার ৮৫৭ জন মানুষ আহত হয়েছেন। এছাড়া ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। মূলত ইসরায়েলি আক্রমণ গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাজার সকলেই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

ইরানে বাস উল্টে ৩৫ পাকিস্তানি তীর্থযাত্রী নিহত

আপনজন ডেস্ক: ইরানের ইয়াজদ শহরে পাকিস্তানি তীর্থযাত্রীদের বহনকারী একটি বাস উল্টে অন্তত ৩৫ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ১৫ জন।

লারকানা ভিত্তিক শান্তি কমিটির সদস্য মাওলানা কামার আব্বাস নকভি বলেছেন, ৩০ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। হাসপাতালে নেয়ার পর আরো পাঁচজন মারা যান।

ইরানি মিডিয়া জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ইয়াজদের তাফতান-দেহশির চেক পয়েন্টের কাছে পাকিস্তানি তীর্থযাত্রীদের বহনকারী একটি বাস ব্রেক ফেইল করে উল্টে যায় এবং এতে আগুন ধরে যায়। বাসটিতে মোট ৫৩ জন যাত্রী ছিলেন। তাদের বেশিরভাগই লারকানা, ঘোটকি এবং সিন্ধুর অন্যান্য শহরের বাসিন্দা।

আহতদের ইয়াজদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে ইরানের মেহর নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২৮ জন।

আহতদের চিকিৎসার জন্য শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আফগানিস্তানে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত রিচার্ড বেনেটকে আফগানিস্তানে নিষিদ্ধ করেছে ক্ষমতাসীন তালেবান সরকার। প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর অভিযোগে তাকে দেশটিতে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। তালেবান সরকারের একজন মুখপাত্র স্থানীয় সম্প্রচার মাধ্যম টোলোকে এই তথ্য জানিয়েছেন। কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানায়, তালেবান সরকার কয়েক মাস আগেই রিচার্ডকে জানিয়ে দিয়েছে যে তিনি আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে চাইলে স্বাগত জানানো হবে না।

রিচার্ড বেনেট, যিনি ২০২১ সালে আফগানিস্তানের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন, এই বছর ১ মে তার দায়িত্বের দুই বছর পূর্ণ করেছেন। তবে তালেবান সরকার তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০২১ সালের আগস্টে তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর থেকে দেশটিতে কঠোর ইসলামিক আইন কার্যকর করেছে, যা বিশেষ করে নারীদের বিভিন্ন বিধিনিষেধের মধ্যে ফেলে কার্যত ঘরে বন্দী করে রেখেছে।

তালেবান সরকার আরোপিত এসব বিধিনিষেধকে 'লিঙ্গভিত্তিক বর্ণবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে জাতিসংঘ। মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় নারীদের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছে। পুরুষ আত্মীয় ছাড়া নারীদের ভ্রমণও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তালেবান সরকারকে এখনও কোনো দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি, এবং নারীদের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধই এই স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রধান কারণগুলোর একটি। তালেবান সরকার আন্তর্জাতিক সমালোচনা ও জাতিসংঘের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছে এবং কূটনৈতিক সূত্র জানায়, রিচার্ড বেনেটকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে মানবাধিকারের বিষয়টি নয়, বরং ব্যক্তি রিচার্ডকে লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ দাবি করেন, রিচার্ড বেনেট প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য আফগানিস্তানে নিয়োগ পেয়েছেন এবং তিনি এমন ব্যক্তি নন, যার কথা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৮ মি.

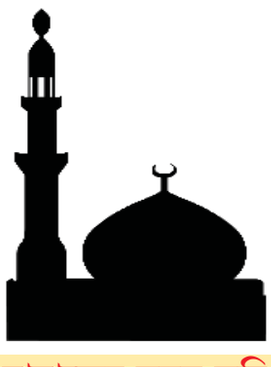

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫২	৫.১৬
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৪.১২	
মাগরিব	৬.০৮	
এশা	৭.২১	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

কঙ্গোতে নৌকা ডুবে নিখোঁজ শতাধিক

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ কঙ্গোর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ মাই-এনডোম্বির লুকেনিয়ে নদীতে নৌকা ডুবে নিখোঁজ হয়েছেন শতাধিক মানুষ।

রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঘটেছে এই ঘটনা।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর বরাতে জানা গেছে, নৌকাটিতে প্রায় ৩০০ জন যাত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছেন ৪৩ জন।

এছাড়া ২০ জনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।

গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি 'অনিশ্চিত' রেখেই মধ্যপ্রাচ্য ছাড়লেন ব্লিঙ্কেন

আপনজন ডেস্ক: হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনিশ্চিত রেখেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) দোহা থেকে ওয়াশিংটন ফিরে আসার মাধ্যমে তার এবারের সফর শেষ হয়।

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি এবং বন্দী বিনিময় প্রচেষ্টায় গতি আনতে নবমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্য সফরে এসেছিলেন তিনি। তবে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি এখনো অধরা রয়ে গেছে।

ওয়াশিংটনের উদ্দেশে দেশে রওনা হওয়ার আগে তিনি দোহায় সাংবাদিকদের বলেছেন, চুক্তিটি দ্রুতই সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে উল্লেখ করে হামাসকেও তা মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রায় এক বছর ধরে যুদ্ধের নামে গাজা উপত্যকায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। যুদ্ধের এক মাসের মাথায় একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি হলেও এখন পর্যন্ত আর কোনো চুক্তি হয়নি। তবে কয়েক মাস থেমে থাকার পর গত সপ্তাহে আবারো যুদ্ধবিরতি আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও এই আলোচনা কোনো বড় ঘোষণা ছাড়াই স্থগিত করা হয়েছে। তবে আগামী সপ্তাহে পুনরায় আলোচনা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ব্লিঙ্কেনের সফরসঙ্গী।

রাশিয়ার ক্রুস্কে ইউক্রেনীয় সেনাদের গুলিতে নিহত ১৭

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার ক্রুস্ক প্রদেশে অনুপ্রবেশকারী ইউক্রেনীয় সেনাদের হাতে এখন পর্যন্ত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ১৪০ জন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই অনুপ্রবেশকে 'বড় মাত্রার উস্কানি' এবং 'সন্ত্রাসী' হামলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে ইউক্রেনীয় বাহিনী ক্রুস্কে প্রবেশের পর এক বিবৃতিতে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলনিস্কি বলেন, রুশ হামলা থেকে বাঁচতে ক্রুস্ক প্রদেশকে বাফার জোন (দুই রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী মুক্তাঞ্চল) করার পরিকল্পনা নিয়েছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ক্রুস্পে প্রবেশ করেছে সেনারা।

ক্রুস্ক প্রদেশ থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ১০ কিলোমিটার। গত ৬ আগস্ট সীমান্ত পেরিয়ে ক্রুস্কে প্রবেশ করে ইউক্রেনীয় সেনাদের কয়েকটি দল। বর্তমানে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নিয়েছে তারা।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২২৭ সংখ্যা, ৬ ভাদ্র ১৪৩১, ১৬ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

শঙ্কাহীন জীবন

বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন যে, ভয় উন্নতির পথে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আজ এই ভয়ের সংস্কৃতি জাঁকিয়া বসিয়া আছে। সেইখানে পদে পদে ভয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। ভয়হীন জীবন এইখানে যেন দিল্লি দূর অস্ত! এইখানকার অধিকাংশ সরকার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত 'ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার' বা ভয় থেকে মুক্তির দিশা দিতে পারে না। অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আনিতে পারে না সুশাসন। এইভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে যতদিন নাগরিকদের নির্ভয়ের জীবন নিশ্চিত না করা যাইবে, ততদিন এই সকল দেশ উঠিতে পারিবে না উন্নতির শিখরে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন: 'ভয় তার বাহিরেতে,/ ভয় তার অন্তরে,/ ভয় তার ভূত-প্রেতে/ ভয় তার মন্তরে।' অর্থাৎ উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলিতে ভয় কোথায় নাই? সবখানেই ভয় আছে কমবেশি। তিনি আরো লিখিয়াছেন: 'দিনের আলোতে ভয়/ সামনের দিঠেতে,/ রাতের আঁধারে ভয়/ আপনারি পিঠেতে' (উজ্জ্বলে ভয় তার, খাপছাড়া কাব্যগ্রন্থ)। এইখানে 'দিঠেতে' মানে নজর/দৃষ্টিতে বা ঠিকানায়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক যে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়, সেইখানে 'ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার'-এর কথাও বলা হয়। ১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট তাহার স্টেট অব ইউনিয়ন ভাষণে ফোর ফ্রিডমস বা চারটি স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেন। তাহা হইল- মতপ্রকাশ ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং দারিদ্র্য ও ভয় হইতে মুক্তি। তিনি ভয় হইতে মুক্তি বলিতে বিশ্বব্যাপী অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ ও আগ্রাসন বন্ধের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান নাগরিক অধিকার রক্ষা ও বৈষম্যমূলক সংঘাত কমানোর প্রতি জোর দেন। ইহাতে বুঝা যায়, উন্নয়নশীল বিশ্বে যে ভয়ের পরিবেশ বিদ্যমান, তাহার সহিত কোনো না কোনোভাবে ভূরাজনীতিও জড়িত। বিশ্বশান্তিতে নাবেলজয়ী রাজনীতিবিদ অং সান সু চি তাহার নোবেল বক্তৃতার আলোকে ১৯৯১ সালে প্রকাশ করেন 'ফ্রিডম ফ্রম ফেয়ার' নামে একটি বহুল আলোচিত গ্রন্থ। ইহার মূল উপজীব্য হইল মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাহার মতে, কর্তৃত্ববাদী শাসকরা জনগণকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গড়িয়া তোলে ভয়ের সংস্কৃতি। এই ক্ষেত্রে দমন-পীড়ন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, সেন্সরশিপ, হামলা-মামলা ইত্যাদি হাতিয়ার হইয়া উঠে; কিন্তু ইহা হইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পরিত্রাণের উপায় কী? কীভাবে তাহারা ভয়কে জয় করিবে? ইহার উপায় হইল-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা। ভয় হইতে মুক্তি পাইতে শুধু শারীরিক হুমকির অনুপস্থিতিই নহে, মানসিক ও আবেগীয় স্বাধীনতারও বিকাশ দরকার। নতুবা আমরা ভয়ের সহিত বসবাসের দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি পাইব না। এই ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃবৃন্দের যেমন শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া প্রয়োজন, তেমনি আন্তর্জাতিক কমিউনিটি ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিরও কিছু নৈতিক দায়িত্ব এবং সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্ব বা গ্লোবাল সাউথের উত্থান লইয়া যেইভাবে উন্নত দেশগুলি শঙ্কা প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে বিশ্বব্যাপী ভয় ও আতঙ্ক আরো বাড়িবে বইকি। ইহা হইতে মুক্তিতেও বিশ্বনেতৃবৃন্দকে সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। জাতিসংঘের প্রস্তাবনা অনুযায়ী উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নতির মধ্যে যে গভীর আন্তঃসম্পর্ক রহিয়াছে, এই মুহূর্তে তাহাও আমাদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে হইবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করিয়াও উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণকে উল্লিখিত ভয়ের সংস্কৃতি হইতে বাহির হইয়া আসিতে সহায়তা করিতে হইবে।

সরকার পরিচালনায় মোদির দুর্বলতা দিন দিন প্রকট হচ্ছে

ইচ্ছেমতো সরকার চালাতে পারছেন না নরেন্দ্র মোদি। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যে দাপট তিনি দেখিয়েছেন, তৃতীয় দফায় তা অনেকটাই ফিকে হয় গেছে। পদে পদে বাধা পেয়ে মোদিকে এখন পিছু হটতে হচ্ছে। গতকাল তাঁর পিছু হটার পঞ্চম বড় নজির সৃষ্টি হয়ে গেল। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়**

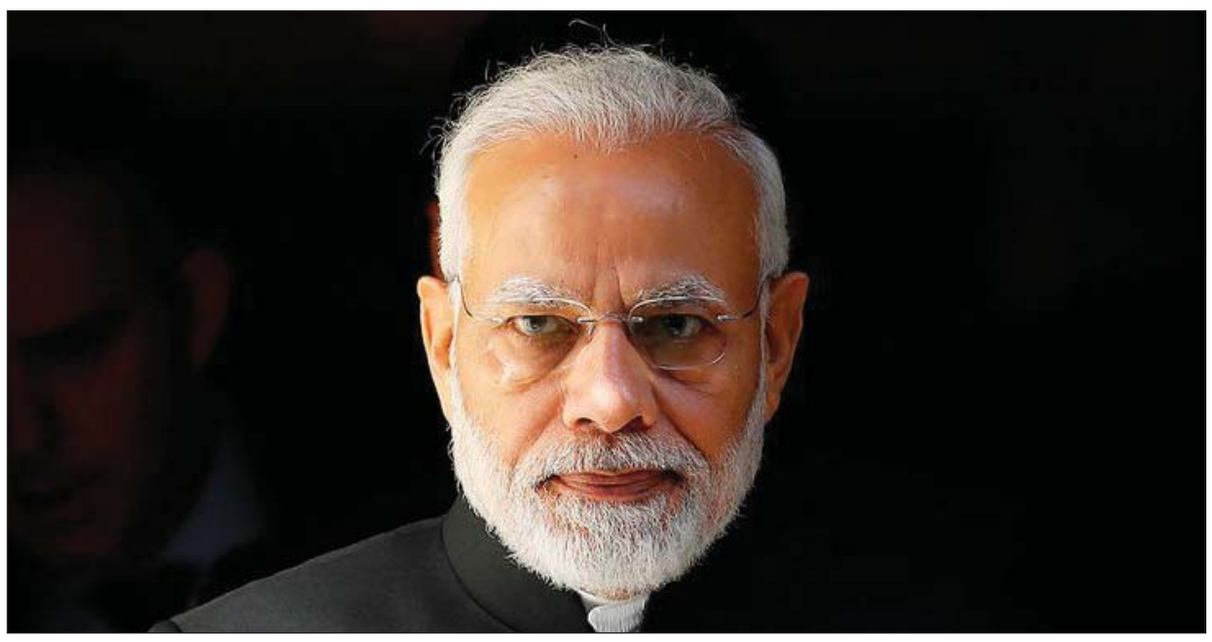

ইচ্ছেমতো সরকার চালাতে পারছেন না নরেন্দ্র মোদি। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যে দাপট তিনি দেখিয়েছেন, তৃতীয় দফায় তা অনেকটাই ফিকে হয় গেছে। পদে পদে বাধা পেয়ে মোদিকে এখন পিছু হটতে হচ্ছে। গতকাল তাঁর পিছু হটার পঞ্চম বড় নজির সৃষ্টি হয়ে গেল।

সরকারের কাজে গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম ও উপসচিব পদে সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। বিরোধী ও শরিকদের চাপে তা বাতিল করে দেওয়া হয়। গতকাল মোদি সরকারের কর্মীবর্গ দপ্তরের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে (ইউপিএসসি) এক চিঠিতে ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করার নির্দেশ দেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, সংরক্ষণের নিয়ম মেনে নতুন করে বিজ্ঞাপন দিতে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাডারভিত্তিক নিয়োগ হয়ে থাকে পরীক্ষার মাধ্যমে। ইউপিএসসি সেই পরীক্ষার আয়োজক। তাতে সফল পরীক্ষার্থীরা আইএএস, আইপিএস, আইএফএসসহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পদে নিয়োগ পান। মোদি সরকার ওইভাবে নিয়োগের পাশাপাশি সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। ইউপিএসসির মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় বিভিন্ন পদে উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য। সরকারি ভাষ্যে এই নিয়োগ পদ্ধতিকে 'ল্যাটারাল অ্যান্ট্রি' বলা হচ্ছে। সরকারের দাবি, এর ফলে বিভিন্ন পদে উপযুক্ত ও দক্ষ মানুষকে নিয়োগ করা যাবে। তাতে সরকারের কাজে গতি ও দক্ষতা বাড়বে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ যুগ্ম সচিব এবং ৩৫ উপসচিব ও অধিকর্তা নিয়োগের জন্য ইউপিএসসি বিজ্ঞাপন দেয়।

মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম সরব হয় কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি নিয়মের বাইরে গিয়ে আরএসএস ক্যাডারদের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করতে চাইছেন, তা করতে গিয়ে তিনি সংরক্ষণের নীতি লঙ্ঘন করছেন। রাহুলের সঙ্গে বিরোধিতায় স্বর মেলায় সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, তৃণমূল কংগ্রেস, বামপন্থী দলসহ অনেকে। এমনকি বিজেপির শরিক জেডিইউ ও লোক জনশক্তি পার্টিও সরব হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান বলেন, এই নীতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটবে। প্রত্যেকেরই এক কথা, মোদি সরকার সংরক্ষণ প্রথা এড়িয়ে সরকারি পদে নিয়োগ দিতে চলেছে শুধু উচ্চবর্গীয় সমমনাদের। রাহুল তো সরাসরি জানিয়ে দেন, বিজেপির দলিত, তফসিল, আদিবাসী ও অনগ্রসর বিরোধী চরিত্রের প্রমাণ এই সিদ্ধান্ত। তিন রাজ্য ও জম্মু কাশ্মীর বিধানসভার ভোটের আগে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে অবশেষে মোদি সরকার সরে আসতে বাধ্য হলো। মোদির তৃতীয় দফায় ক্ষমতা গ্রহণের পর পিছিয়ে আসার এটি পঞ্চম উদাহরণ। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, আগের দুবারের তুলনায় সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এবার তিনি যথেষ্ট দুর্বল। এর আগে তিনি মাত্র একবার আইন পাস করেও তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেশব্যাপী কৃষক বিক্ষোভ তাঁকে বাধ্য করেছিল তিন বিতর্কিত আইন ফিরিয়ে নিতে। তখন তিনি কোনো শরিকের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এখন প্রতি পদে তাঁকে ভাবতে হচ্ছে। মোদির দুর্বলতার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় এবারের বাজেটে। দ্বিতীয় দফার রাজত্বে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারীকরণের পথে এগিয়েছিলেন। ব্যাংক-সংক্রান্ত আইনে সংশোধনের কথা জানিয়েছিলেন। সে সময় ব্যাংক কর্মীদের সংগঠনগুলোর বিরোধিতায় লোকসভার ভোটের আগে সরকার ঝুঁকি নেয়নি। ঠিক ছিল, তৃতীয় দফায় 'চার শ পার' হলেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারীকরণ করে ফেলা হবে, সরকারের শেয়ার বা মালিকানা ৫১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা হবে। কিন্তু ২৪০ আসনে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদি সেই ঝুঁকি নিতে চাননি। বাজেটে ব্যাংক আইনের সংশোধনী পেশ হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বেসরকারীকরণের পথে সরকার হাঁটেনি।

দ্বিতীয় পিছু হটা সম্পত্তি করে নিয়মের হেরফের ঘটানোর ক্ষেত্রে। পুরোনো নিয়েমের বদলে নতুন যে নিয়মের প্রস্তাব বাজেটে রাখা হয় বর্ষাকালীন অধিবেশনে ওই খসড়া এনেছিল সরকার। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমে লাগাম পরানোই ওই বিলের উদ্দেশ্য। গত বছরের নভেম্বরে ওই খসড়া তৈরি করে সরকার জনসাধারণের অভিমত জানতে চেয়েছিল।

চতুর্থ উদাহরণ ওয়াকফ সংশোধনী বিল। মুসলমানদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে অমুসলমানদের বিরোধিতার মুখে বিল পেশ করেই কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘুমন্ত্রী কিরেন রিজিজু তা আরও বিবেচনার জন্য সংসদের দুই কক্ষ নিয়ে গঠিত যুগ্ম সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই কমিটিতে বিজেপিরই সংখ্যাধিক্য। চেয়ারম্যানও তাঁদের। তবু সরকারকে বিল পুনর্বিচনার জন্য বাধ্য করা যেমন বিরোধীদের কৃতিত্ব, তেমনই তা মেনে নেওয়া সরকারের দুর্বলতারও পরিচয়।

মোদির দুর্বলতার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় এবারের বাজেটে। দ্বিতীয় দফার রাজত্বে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারীকরণের পথে এগিয়েছিলেন। ব্যাংক-সংক্রান্ত আইনে সংশোধনের কথা জানিয়েছিলেন। সে সময় ব্যাংক কর্মীদের সংগঠনগুলোর বিরোধিতায় লোকসভার ভোটের আগে সরকার ঝুঁকি নেয়নি। ঠিক ছিল, তৃতীয় দফায় 'চার শ পার' হলেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বেসরকারীকরণ করে ফেলা হবে, সরকারের শেয়ার বা মালিকানা ৫১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা হবে।

তাতে দেখা যায়, সম্পত্তি বেচাকেনার ক্ষেত্রে সরকারের মুনাফা অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। যদিও সরকার দেখাতে চাইছে, লাভবান হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতা। নানা মহলের আপত্তির ফলে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে অর্থমন্ত্রী পিছিয়ে এসেছেন।

তৃতীয় নমুনা 'ব্রডকাস্ট বিল'। প্রবল সমালোচনা ও বিরোধিতার মুখে পড়ে সম্প্রচার পরিষেবা (নিয়ন্ত্রণ) বিলের খসড়া সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সংসদের হস্তক্ষেপ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির গণতান্ত্রিককরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ওই বিল উত্থাপন করে বর্ষাকালীন অধিবেশনে। সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র বিরোধিতার মুখে সরকারকে পড়তে হয়। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, এআইএমআইএম ছাড়া শরিক দল টিডিপি ও জেডিইউও বিরোধিতায় সরব হয়। অভিযোগ, বিলটি অসাংবিধানিক ও তা মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী। সেই প্রবল বিরোধিতার মুখে বিল পেশ করেই কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘুমন্ত্রী কিরেন রিজিজু তা আরও বিবেচনার জন্য সংসদের দুই কক্ষ নিয়ে গঠিত যুগ্ম সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই কমিটিতে বিজেপিরই সংখ্যাধিক্য। চেয়ারম্যানও তাঁদের। তবু সরকারকে বিল পুনর্বিচনার জন্য বাধ্য করা যেমন বিরোধীদের কৃতিত্ব, তেমনই তা মেনে নেওয়া সরকারের দুর্বলতারও পরিচয়।

গত ১০ বছরে মোদি সরকার মাত্র দুবার বিবেচনার জন্য দুটি বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়েছিল। ২০১৬ সালে পাঠানো হয় জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বিল, ২০১৯ সালে তথ্য সুরক্ষা বিল। ওয়াক্‌ফ সংশোধিত বিলের খসড়ায় দুজন নারী ও দুজন অসুমলমানকে রাখা হয়েছে। বিরোধীদের প্রশ্ন, অন্য কোনো ধর্মের নিয়ন্ত্রক সংস্থায় ভিন ধর্মের কারও উপস্থিতি নেই। ওয়াক্‌ফ বোর্ডে তা হলে অন্য ধর্মের লোকজনের উপস্থিতি কেন? কেন্দ্রীয় সরকারে 'ল্যাটারাল অ্যান্ট্রির' সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিজেপি যে শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করেনি, তা স্পষ্ট। করলে জেডিইউ বা এলজেপির মতো শরিকেরা এভাবে বিরোধিতা করত না। বোঝা যাচ্ছে, নরেন্দ্র মোদি আগের মতো চলতে চাইলেও পারছেন না নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না থাকায়। ফলে সরকারের দুর্বলতাও বারবার প্রকট হচ্ছে।

সৌ: প্র: আ:

সিকিমে পাহাড়ি পাথরে তিস্তায় নির্মিত জলবিদ্যুতের আরেক বাঁধে ভাঙন

আপনজন ডেস্ক: ভারতের সরকারি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পরিচালনাকারী সংস্থা ন্যাশনাল হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার করপোরেশন (এনএইচপিসি) জানিয়েছে, ভূমিধসের কারণে গতকাল মঙ্গলবার সিকিমের তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী একটি বাঁধ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভিডিও চিত্র দেখা গেছে, পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসা বিশাল আকারের পাথরের টুকরা বাঁধটির ওপর আছড়ে পড়ায় বাঁধ ভেঙে গেছে। কয়েক দিন ধরেই ওই অঞ্চলে পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ কোনো সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছে এনএইচপিসি। তারা বলছে, গত বছর হিমবাহ ভেঙে সিকিমে যে বন্যা হয়েছিল, সেই বন্যায় প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন থেকেই এই বাঁধ বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। সেটি মেরামতের কাজ চলছিল।

এই নিয়ে গত এক বছরে সিকিমে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দ্বিতীয় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এনএইচপিসি জানিয়েছে, ৫১০ মেগাওয়াট তিস্তা-৫ বিদ্যুতের যে কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, সেটি মঙ্গলবারের ভূমিধসে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাই ভোল্টেজ সাবস্টেশন।

এনএইচপিসির বিশেষজ্ঞ দল পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে বর্তমানে প্রকল্পটি পরিদর্শন করছে। এই বাঁধ আবার সচল করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। এতে যে পরিমাণে অর্থ খরচ হবে, তা করা যাবে কি না, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত তিস্তা পাঁচ প্রকল্প বাদ দেওয়া হয়, তবে সেটি একটি 'জাংক' বা অব্যবহার্য আবর্জনা হয়ে পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে পড়ে থাকবে? যা একদিকে দূষণ ছড়াবে এবং অন্যদিকে পরিবেশের আরও ক্ষতি করবে। ভারতে নদী, পাহাড়, হিমবাহসহ সব পরিবেশবিশেষজ্ঞের বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, ধারাবাহিকভাবে নানা ধরনের নির্মাণের কারণে পূর্ব হিমালয়ের অন্তত দুটি জনবহুল জায়গা সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও হচ্ছে।

ড্রোন ও এআই প্রযুক্তি নিয়ে আত্মতুষ্টি পশ্চিমাদের ভোগাবে

চার্লস ফার্গুসন

পশ্চিমারা রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়াতে বাধ্য হয়েছে, সেই সংঘাত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সামরিক ব্যবস্থা এবং তাদের প্রতিরক্ষাশিল্প ঘাঁটিগুলোর পদ্ধতিগত দুর্বলতাকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

পশ্চিমাদের এই সমস্যাগুলোর শুরুটা হয়েছে মৌলিক প্রযুক্তির প্রবণতা থেকে। ইউক্রেনে মনুষ্য পরিচালিত ব্যয়বহুল ট্যাংক, যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজের মতো সামরিক ব্যবস্থা মনুষ্যবিহীন সস্তা ড্রোন, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্রের মুখে পড়ে দিশাহারা হয়ে গেছে।

রাশিয়া ইতিমধ্যেই আট হাজারের বেশি সাঁজোয়া যান, কৃষ্ণসাগরে তার মোতায়েন করা নৌবহরের এক-তৃতীয়াংশ নৌযান এবং বহু যুদ্ধবিমান হারিয়েছে।

এই ক্ষয়ক্ষতি রাশিয়াকে তার ব্যয়বহুল মনুষ্যবাহী সামরিক সরঞ্জাম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

চীন, রাশিয়া, ইরান, তুরস্ক এবং অধুনা ইউক্রেনের তৈরি সস্তা ড্রোনগুলো নজরদারি, লক্ষ্যবস্তু ঠিক করা এবং নির্দেশনার জন্য কার্যকর আক্রমণাত্মক অস্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। হাতের কাছে পাওয়া যায়, এমন বাণিজ্যিক পণ্যের মতো করে লাখ লাখ ড্রোন উৎপাদন করা হচ্ছে। এগুলো তৈরি করতে এক হাজার ডলার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার ডলার খরচ হচ্ছে।

এই ধরনের ড্রোন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা পশ্চিম ইউরোপের কোথাও তৈরি হয় না। এটি পশ্চিমাদের সামরিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বড় দুর্বলতা।

পশ্চিমাদের হাতে এখন যে বিধ্বংসী ব্যবস্থা আছে, তা দিয়ে রাশিয়া, চীন ও ইরানের ড্রোনগুলো ধ্বংস করা সহজ হলেও তা খুবই ব্যয়সাধ্য। পশ্চিমা এসব ব্যবস্থা দিয়ে প্রতিটি টার্গেটে খরচ হয় ১ লাখ ডলার থেকে ৩০ লাখ ডলার পর্যন্ত।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পশ্চিমাদের প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত খুবই অপ্রতুল। এআই-সক্ষম প্রযুক্তির রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সেমিকন্ডাক্টর ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট এবং প্রসেসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে

খরচের এই অসম অনুপাত পশ্চিমাদের কয়েক দশকের আত্মতুষ্টিতে ভোগা এবং আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতার ফল। পশ্চিমে সামরিক ঠিকাদারেরা কখনোই খরচ কমানোর প্রতিযোগিতায় নেমে ড্রোন বানায়নি; যদিও সম্প্রতি কয়েকটি মার্কিন ও ইউক্রেনীয় কোম্পানি খুব কম খরচে ড্রোন বানানোর কাজ শুরু করেছে।

সবচেয়ে ভয়ের কথা হলো, বর্তমানে যে সস্তা ড্রোন প্রযুক্তির সময়টা আমরা পার করছি, সেটি মনুষ্যবিহীনভাবে নিজে নিজে লক্ষ্যস্থলে হামলা চালানোয় সক্ষম অস্ত্রের ভবিষ্যতের সূচনামাত্র। এখন যেসব ড্রোন ব্যবহৃত হচ্ছে তার বেশির ভাগই মানুষ দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করে বা সরল-সোজাভাবে জিপিএস বা ডিজিটাল ম্যাপ অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। কিন্তু নতুন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি (যা একাডেমিক গবেষণা পণ্য এবং বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে প্রকাশ্যে পাওয়া যাচ্ছে) বিকশিত হচ্ছে, তা শিগগিরই যুদ্ধে ব্যবহৃত হবে এবং সম্ভবত সন্ত্রাসবাদেও এআই প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত ড্রোন ব্যবহৃত হবে। এআই-সক্ষম ড্রোনগুলো ঝাঁক বেঁধে উড়ে উড়ে অভিযানে থাকা পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে পারে। যেমন এই ড্রোনগুলো আক্রমণকারী বাহিনীকে তাদের নিশানায় থাকা লক্ষ্যবস্তুকে ঘিরে রাখতে এবং পালিয়ে যাওয়া ঠেকাতে সক্ষম করে তুলতে পারে।

লক্ষ্যবস্তুকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করার ক্ষেত্রেও এসব এআই সক্ষম ড্রোন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এসব ড্রোন ওপর থেকে মানুষের আলাদা আলাদা মুখ, ধর্মীয় পোশাক এমনকি একটি নির্দিষ্ট গাড়ির লাইসেন্স প্লেট শনাক্ত করতে পারে।

এ ছাড়া এই ধরনের ড্রোনের ঝাঁক ক্রমবর্ধমানভাবে শহর, বন ও ভবনগুলোর মধ্য দিয়ে চলার পথ বের করে চলতে পারে।

এরপরই আছে বাণিজ্যিক ও সামরিক হিউম্যানয়েড রোবট। গত জানুয়ারিতে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের প্রকাশিত ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, তাদের বানানো এআই-চালিত রোবট রান্নার পাত্রে মাছ ভাজা থেকে শুরু করে ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করাসহ গৃহস্থালির কাজ করছে।

এসব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া সম্মিলিতভাবে এখনো চীন (এবং রাশিয়া) থেকে এগিয়ে থাকলেও তাদের নেতৃত্ব সংকুচিত হচ্ছে।

চীন ইতিমধ্যেই ড্রোন ও রোবট দুটিতেই ব্যবহারযোগ্য হার্ডওয়্যার উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পশ্চিমাদের প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত খুবই অপ্রতুল। এআই-সক্ষম প্রযুক্তির রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সেমিকন্ডাক্টর ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্ট এবং প্রসেসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এমনকি পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণকে প্রতিহত করা হয়েছে এবং শিথিল করা হয়েছে। যদিও চীনে হাই-এন্ড এআই প্রসেসরের রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু ইউএস ক্লাউড পরিষেবাগুলোতে একই প্রসেসরের ব্যবহার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এনভিডিয়া এখন চীনকে প্রায় একই ধরনের শক্তিশালী এআই প্রসেসর সরবরাহ করে যাচ্ছে।

যদিও গুগলের মতো কিছু মার্কিন কোম্পানি তাদের এআই মডেলগুলোকে নিজেদের মালিকানায় রেখে দিয়েছে এবং তাদের প্রযুক্তিতে চীনাদের প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করেছে, কিন্তু অন্যরা বিপরীত আচরণ করেছে।

ওপেনএআই তার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে সরাসরি চীনা অ্যাকসেস নিষিদ্ধ করলেও সেই একই এপিআই মাইক্রোসফটের মাধ্যমে চীনের জন্য খুলে রাখা হয়েছে।

যদি এটি চলতে থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ চীন এবং এমনকি রাশিয়া ও ইরানের বাণিজ্যিক এআই অ্যাপ্লিকেশনে ও এআই-নির্ভর সামরিক তৎপরতা মোকাবিলায় পিছিয়ে পড়বে।

চার্লস ফার্গুসন একজন প্রযুক্তি বিনিয়োগকারী ও নীতি বিশ্লেষক এবং অস্কারজয়ী তথ্যচিত্র ইনসাইড জব-এর পরিচালক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

রানা বেলিয়াঘাটা হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর রানা বেলিয়াঘাটা হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূমিদাতার আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো সাড়ম্বরে। অনুষ্ঠানে বক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র,বারুইপুর পৌরসভার উপ পৌর প্রধান গৌতম কুমার দাস, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি কানন দাস,বারুইপুর দক্ষিণ চক্রের স্কুল ইন্সপেক্টর কৃষ্ণেন্দু ঘোষ সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তার নিজের স্মৃতিচারণ করলেন। তার স্কুলও কলেজ জীবনে তিনি সময় পেলেই ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশোনা করতেন জ্ঞান অর্জনের জন্য। প্রত্যেক স্কুলে লাইব্রেরী করার জন্য যোগদান তিনি। এ বিষয়ে তিনি বিধানসভায় লাইব্রেরী মন্ত্রীকেও অনুরোধ করেছেন যাতে প্রত্যেক স্কুলে একটি বড় করে লাইব্রেরী করে দেওয়া যায়। লাইব্রেরীতে গিয়ে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া উচিত বলেও জানান তিনি। আজ থেকে ৫০ বছর আগে যারা রানা বেলিয়াঘাটা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানের আলো জ্বালানোর উদ্দেশ্যে স্কুলের জন্য জমি দান ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পরিবারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাঁকুড়া ইমাম-উলামা সংগঠনের নয়া কমিটি

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা ইমাম, মুয়াজ্জিন ও উলামাদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এক নতুন সংগঠনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া - ১ ব্লকের বাদুলাড়া কাদিমী জামে মসজিদে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয় ২০ আগস্ট ২০২৪। উক্ত সভায় বাঁকুড়া -১, বাঁকুড়া -২, ছাতনা ব্লকের সমন্বয়ে একটা নতুন কমিটি গঠিত হল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সংগঠনের সভাপতি , সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা আসাদুল্লাহ ও মাওলানা আকবর। সহ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মাওলানা বিলাল সাহেব। সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামুখী ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সম্পাদক হাফেজ আশরাফ আলী, ইন্দাস ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সভাপতি কাজী সাহাবুদ্দিন, দুবরাজপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুফতি আহসানুল্লাহ,ময়রাপুকুর মাদ্রাসার সম্পাদক ক্বারী মুহিব্বুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল আহাদ,হাফিজ রবিউল ইসলাম,কাঁটাদিঘী বালিকা মাদ্রাসার নিষ্ঠাবান তরুণ খিদমতগার খালিদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ। ঐ দিনের সভায় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম এবং স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষকগণ সহ কিছু দ্বীন দরদী মানুষও উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে, আগামীতে সংগঠনের তরফ থেকে ওড়িশায় নির্যাতিত বাঁকুড়ার শ্রমিকদের সহযোগিতার জন্য সচেষ্ট হবেন এবং একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হবে। স্বনামধন্য প্রবীণ আলীম মাওলানা আব্দুল হামিদ সাহেবের দোওয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মৌন মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আরজিকর হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় রাজ্যে রাজনীতি উত্তাল।প্রতিদিন এনিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠন সহ নানান স্তরের মানুষের আন্দোলন অব্যাহত।সে রূপ বুধবার রামপুরহাট জিতেন্দ্র লাল বিদ্যাভবন এর শিক্ষক শিক্ষিকারা বিকেল পাঁচটায় একটি মৌন মিছিল করেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানান তাদের দাবি অনেক ছেলে-মেয়ে ভালো পড়াশোনা করে বিভিন্ন সংস্থায় আরো উচ্চতর পড়াশোনার জন্য যাচ্ছেন। সেখানে যেন তাদের কোনরকম ক্ষতি না হয় এরকম ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য সরকারকে দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে। আর জি কর কাণ্ডের দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিও করেন শিক্ষক শিক্ষিকারা।অন্যদিকে একই দাবিতে রামপুরহাট বার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও মিছিল করা হয়।

আইনজীবীরা নিজেদের ড্রেস পরেই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। গোটা রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করার পর রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড়ে জমায়েত হন। তাদেরও একই বক্তব্য-"উই ওয়ান্ট জাস্টিস"।

ফারাক্কা ব্যারেজ ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি তৃণমুল বিধায়কের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকার কোনো রকম ভাবে সাহায্য করছে না এবার ফারাক্কা ব্যারেজ ঘেরাও এর হুঁশিয়ারি দিল মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। বন্যা ভাঙন নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে মালদা জেলায়।কেন্দ্র রাজ্য একে অপরের বিরুদ্ধে দোষ চাপিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র সহযোগীতা না করলে ফারাক্কা ব্যারেজ ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারী জেলা তৃণমুল সভাপতির। ভুক্তভোগী হচ্ছে সাধারন মানুষ। আর যাতে মানুষ বন্যা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য তৃণমুল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলোচনা সভা করা হয়। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মন্ত্রী তাজমুল হোসেন সহ জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, বিধায়ক চন্দনা সরকার, বিধায়ক সমর মুখার্জি, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, ও দুই পৌরসভার চেয়ারম্যান। এদিন জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, আমরা প্রতি মাসে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা আলোচনা সভা করি। একদিকে যখন আরজিকর ধর্ষণকাণ্ডে দিদির নির্দেশ অনুযায়ী আমরা দুই দিনব্যাপী এখানে মিছিল করেছি এবং আমরা এখানে ধরনা দিয়েছি। পুনরায় আমাদের রাজ্য থেকে কোন নির্দেশ আসলে আমরা আবার সেই নির্দেশ অনুযায়ী আন্দোলন কর্মসূচি শুরু করব। একইভাবে আমাদের গঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হচ্ছে যেটা মালদা জেলার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। একেবারে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে শুরু করে বৈষ্ণবনগর পর্যন্ত মানিকচক কালিয়াচক ২ সর্বোচ্চ প্রচুর ভাঙ্গনের ফলে শয়ে শয়ে বাড়ি জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। স্কুল তলিয়ে যাচ্ছে। মন্দির মসজিদ তলিয়ে যাচ্ছে। মানুষ দিশেহারা। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে একেবারে। এইরকম অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে রাজ্য কমিটির কাছে আমাদের মতামত পাঠাচ্ছি।। রাজ্য কমিটির অনুমোদন পেলে আমরা ফারাক্কা ব্যারেজ যে অথরিটি কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব জাতীয় নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা। এখানকার মানুষদের নিরাপত্তা দেওয়া। যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে বিজেপি যারা আছে সাংসদ যারা আছে তারা এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেটা এড়িয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই সমস্ত মানুষকে এখন পর্যন্ত সমস্ত রকমের সহযোগিতা করছেন। ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না। আর এখানকার একজন এমপি আছেন বিজেপির যিনি নীরব।

উদ্যোগপতি মলয় পিট শুরু করলেন ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম 'পজিটিভ বার্তা'

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন:সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নেগেটিভ প্রচার করে মানুষের মধ্যে অশান্তি মারামারি হানাহানির যে চেষ্টা সেই চেষ্টার বিপরীতে পজিটিভ বার্তা নামে সোশ্যাল মিডিয়ার নিজস্ব একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুললেন রাজ্যের বিশিষ্ট উদ্যোগ পতি মলয় পিট । শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ বহুবিধ প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাড়িয়ে ত্রিপুরা, আন্দামান অন্যান্য জায়গায় পৌঁছে গেছে । জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করে তিনি সারা ফেলেছেন। বিভিন্ন স্কুল কলেজ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী অর্জন করে তারা নিজেরা সাবলম্বী হতে পারছে। সেই মলয় পিঠের উদ্যোগে সোশ্যাল মিডিয়ার স্পেশাল প্লাটফর্ম তৈরি করল পজেটিভ বার্তা যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নেগেটিভ বার্তা হটিয়ে পজিটিভ বার্তা দেওয়া এবং মানুষের মনে দাগ কাটা এবং সামাজিক মান উন্নয়নে মনোনিবেশ করা। অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়ার প্লাটফর্মে নেগেটিভ প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে অশান্তি এবং রাজ্যে একটা বড় অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে সেই অবস্থা থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য পজিটিভ বার্তা নামে এক সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলেন বিশিষ্ট উদ্যোগ পতি মালয় পিট । এই পজেটিভ বার্তার মধ্যে খুন ধর্ষণ রাহাজানির মতো খবর থাকবে না। সাধারণ মানুষের যেখানে উপকার হবে যে খবরগুলো দেখতে মানুষের মন ভালো হয়ে যাবে এবং তারা বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হবে সেই খবর পরিবেশন করবে এই পজেটিভ বার্তা । সংস্কৃতি লোক মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রাম সংকর মন্ডল ,প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য চেয়ারম্যান শেখ আলহাজ উদ্দিন, অল ইন্ডিয়া ইমাম সংগঠনের সভাপতি বাকিবিল্লা মোল্লা , পূর্ব বর্ধমানের জেলা ইমাম হাফেজ শমসের সাহেব, বিশ্ব বাংলা কেবল অপারেটর সংস্থার কর্ণধার সংকর মন্ডল , ও মলয় পিটের বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তারা ।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর কর্মবিরতি প্রত্যাহার আলু ব্যবসায়ীদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে অবশেষে মিলল সমাধান সূত্র। রাজ্য সরকার আপাতত সাত দিনের জন্য রাজ্যের সীমানায় আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে ধরপাকড় শিথিল করার আশ্বাস দেওয়ায় কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিল আলু ব্যবসায়ীরা। কর্মবিরতি প্রত্যাহার হতেই আজ সকাল থেকে ফের বাজারে বাজারে আলু সরবরাহ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে। ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বাধার অভিযোগ তুলে গত শনিবার থেকে দ্বিতীয় দফায় লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। শনিবার মধ্যরাত থেকে চালু হওয়া সেই কর্মবিরতির জেরে রাজ্যের বাজারগুলিতে আলুর জোগান বন্ধ হয়ে যায়। নতুন করে হিমঘরগুলি থেকে আলু বের না হওয়ায় বাজারগুলিতে আলুর আকাল দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। জটিলতা কাটাতে আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিক সংগঠনকে সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের প্রস্তাব দেয় রাজ্য সরকার। গতকাল নবান্নে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও কৃষি বিপনন মন্ত্রী বেচারাম মান্না আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকেই রাজ্য সরকারের তরফে আগামী ৭ দিনের জন্য রাজ্যের সীমানা কিছুটা শিথিল করার আশ্বাস দেওয়া হয় আলু ব্যবসায়ীদের। এই আশ্বাস মিলতেই আলু ব্যবসায়ীরা রাজ্য জুড়ে চলা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করে। কর্মবিরতি প্রত্যাহার হওয়ায় গতকাল রাত থেকেই ফের বিভিন্ন হিমঘরে আলু নামানোর কাজ শুরু হয়। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন আজ সকাল থেকে বাজারে আলু সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আগামী সাত দিন পর ফের সীমানায় আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বাধা দেওয়া হলে সেক্ষেত্রে আবার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা।

চার চাকা গাড়ির ধাক্কায় নিহত কিশোর

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদীঘি থানার পান্ডেপুর জাতীয় সড়কে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। বুধবার সকালে ডালখোলা থানার পালসা কালীতলার তিন কিশোর বাইক নিয়ে রায়গঞ্জ যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পান্ডেপুর জাতীয় সড়কে একটি চারচাকা গাড়ি তাদের বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মারে।

ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত তিন কিশোরকে করনদীঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা পালসা কালীতলার বাসিন্দা রাহুল দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি দুই কিশোরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে করনদীঘি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জে পাঠানো হয়েছে।

রাস্তার পাশে জলাভূমি বুঁজিয়ে চলছে নির্মাণ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: কলকাতা শহরতলি লাগোয়া বারুইপুরে রাস্তার পাশেই চলছে বেআইনি নির্মাণ কাজ। জলাভূমি বুঁজিয়ে তৈরি হচ্ছে বহুতল। আর তার জন্য নেওয়া হয়নি কোনো অনুমতিও। এবার বেআইনি নির্মাণকাজের অভিযোগ উঠলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অভিযোগ, বারুইপুর থানাএলাকায় পুকুর বুজিয়ে তৈরি হচ্ছে ওই বহুতল। বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের জনবহুল এলাকায় মূল রাস্তার পাশেই রমরমিয়ে চলছিল একটি বেআইনি নির্মাণ কাজ। তবে নির্মাণ কারীদের দাবি, পঞ্চায়েতের থেকে অনুমতি নিয়েই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস বলেন,আমাদের কাছে এমন কোনও খবর নেই। তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত মারফত পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য,এ ভাবে পুকুর বুজিয়ে বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা বিপদের ঝুঁকি। জলাভূমির উপর যেখানে মাটি নরম,সেখানে বহুতল তৈরি হলে যে কোন ও সময় তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মূল রাস্তা সংলগ্ন জলাজমিতে এই ভাবে নির্মাণকাজ চালানো আরও বিপজ্জনক। এর পরেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কী ভাবে দিনেদুপুরে মূল সড়কের পাশেই পুকুর বুজিয়ে এই বেআইনি নির্মাণকাজের বিষয়টি তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেল, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। তবে ওই বহু তলের নির্মাতা আজগর খান ও আলাউদ্দিন মোল্লা বলেন, নবগ্রাম পঞ্চায়েতের থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরেই নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। পঞ্চায়েতের দফতরে জমা দেওয়া হয়েছিল যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র। মিলেছিল অনুমতিও। তবে তাদের একথা মানতে নারাজ পঞ্চায়েত।

ভগবানগোলায় গুলি করে খুনে গ্রেফতার দুই

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভগবানগোলা থানার রমনা ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় গুলি করে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও দুই অভিযুক্ত। গত শুক্রবার ভগবানগোলা থানার রমনা ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় গুলি চালিয়ে খুন করা হয় বাবর আলী নামের এক ব্যক্তিকে। অভিযোগের তীর ছিল ভগবানগোলা এক পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা গোলাব শেখ সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় ন'জনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃত বাবর আলীর পরিবার। এর আগে চার জনকে গ্রেফতার করে ভগবানগোলা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার আরো দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্ত সানারুল সেখের নাম অভিযোগ পত্রে ছিল, তার ভাই মানারুল শেখও শেখপাড়া কুলগাছি এলাকায় আত্মীয়র বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। সেখান থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল গলসিতে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির রামগোপালপুর এলাকায় মোমবাতি মিছিল করল বিবেকানন্দ সংঘ নামক একটি সামাজিক সংগঠন। মিছিলটি রামগোপালপুর গ্রাম থেকে গোটা বাজার পরিক্রমা করে। যেখানে দুইশত সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। যোগ দেন এলাকার যুবক, ছাত্র-ছাত্রী ও নারীরা। জানা গাছে, আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মহিলা ডাক্তার কে ধর্ষণ করে হত্যা করার অভিযোগে কার্যত উত্তাল হয়েছে সারা রাজ্য থেকে দেশ। সেই কান্ডে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবীতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে নেমেছে অনেকেই। প্রতিবাদ জানিয়েছেন শাসক সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সমাজসেবী সংগঠন গুলি।

মঙ্গলবার সন্ধায় আরজিকর কান্ডে দোষীদের সাজার দাবীতে রামগোপালপুরে মোমবাতি মিছিল করেন এলাকার বিবেকানন্দ সংঘের সদস্যরা।

আরজি করের প্রতিবাদ মিছিল জয়নগরে

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: আরজি করকাণ্ডের নৃশংসতায় ফুঁসছে গোটা দেশ। পথে নেমে বিচার চেয়ে সরব হচ্ছেন প্রতিটা মানুষ। গলি থেকে রাজপথে আওয়াজ তুলছেন সকলেই। আর এমন চিত্র ধরা পরল মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর গ্রামে। এদিন রাস্তায় নামেন ছাত্রছাত্রীরা সহ ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা। ও কয়েক কিলোমিটারের পায়ে হেঁটে প্রতিবাদ মিছিল করেন। হাতচারা থেকে শ্যামনগর পযন্ত। প্লাকার্ড হাতে নিয়ে এদিন রাস্তায় নামেন তারা। মূলত আরজিকর কাণ্ডে দোষীকে চরম শাস্তি ও দ্রুত সিবিআই তদন্ত শেষ করার দাবিতে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সুজিত নস্কর,তাপস নস্কর,লক্ষন নস্কর, সুব্রত নস্কর, মনোরঞ্জন নস্কর, সুদর্শন নস্কর, নির্মল সরদার,পঞ্চু সরদার প্রমুখ।

বোলপুরের গ্রামে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে গ্রামেরই এক গৃহবধূকে ধর্ষণের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার । সেই বিষয়ে বৃহস্পতিবার বোলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহবধুর স্বামী। জানা গিয়েছে করিমপুর গ্রামের তৃণমূল সমর্থক ফিরোজ খান দীর্ঘদিন ধরে ওই গৃহবধূকে বিরক্ত করত রাস্তাঘাটে এবং তাকে কুপ্রস্তাবও দিত। কিন্তু সেই প্রস্তাবে এই গৃহবধূ সাড়া না দেওয়ায় ধর্ষণ করর চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এমনকি ধর্ষণের চেষ্টা করার সময় ঐ গৃহবধূর চার বছরের পুত্র সন্তান ঘটনাস্থলে চলে এলে সেই সময় সে চিৎকার করতে শুরু করলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। লোক লজ্জার ভয়ে গত কয়েকদিন ধরে অভিযোগ করতে পারেননি ওই গৃহবধূ। তারপর এদিন তিনি তার স্বামীর সঙ্গে বোলপুর থানায় এসে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিল স্কুলের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আর জি করের এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মালদা জেলার গাজোল শ্যাম সুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতন স্কুল ও গাজোল প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বুধবার ওই স্কুলের সামনে অবস্থান ধিক্কার মিছিল করা হয় । ।নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদের দাবিতে শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা এর পাশাপাশি গাজোল প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা এই অবস্থান ধিক্কার মিছিল সামিল হন । প্রায় ঘন্টাখানেক এই অবস্থান ধিক্কার মিছিল করার পর তাদের কর্মসূচি সমাপ্ত করেন। তাঁদের ধিক্কার মিছিলে কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সুদীপ্তা সরকার, পুনঞ্জয় বিশ্বাস , মায়া রায়, রত্না ওঁরাও, জয়শ্রী কুন্ডু, আত্রেয়ী মুখার্জি, সোনামণি মন্ডল, বিপ্লবী দেব, শ্যামা রায়, চন্দনা হাঁসদা, মনীষা ঘোষ, রুপালী মিশ্র, রিজুয়ানা খাতুন, তমালী দাস, সুস্মিতা সরকার, তৃষা পাত্র, মৌমিতা মন্ডল প্রমুখ।

নারী সুরক্ষায় রানাঘাট পুলিশ পদক্ষেপ নিল

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নারী সুরক্ষা নিয়ে এবার রানাঘাট পুলিশ জেলার বড়সড় পদক্ষেপ নিল রানাঘাট পুলিশ জেলা। এবার রাস্তায় কিংবা কোনো জায়গায় যদি মেয়েরা বা মহিলারা বিপদে পরে অথবা কোনো ভাবে তারা আক্রান্ত হয় তার জন্য বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল এবং পথ চলতি ছাত্রী এবং মহিলাদের কাছে গিয়ে পাশে থাকার বার্তা রানাঘাট পুলিশ জেলার উইনার্স টিমের। প্রতিদিন রানাঘাট পুলিশ জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং কলেজে পুলিশের তৎপরতায় উইনার্স টিমের মহিলা পুলিশ আধিকারিকরা পৌঁছে যাচ্ছেন নারীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য, রোজ রাতে চলছে উইনার্স টিমের টহল দাড়ি। কোনোরকম বিপদে পড়লে পুলিশ কে ঘটনা জানাতে দেওয়া হচ্ছে হেল্পলাইন নম্বর। তবে এই তৎপরতা প্রথম থেকেই রয়েছে বলে জানিয়েছেন রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ।

পেঁপে গাছ কেটে নষ্ট করল দুষ্কৃতীরা

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: সিঙ্গুরে ৩০০ শো ফলন হওয়া পেপে গাছ কেটে নষ্ট করে দিল দুষ্কৃতীদের দল।জেলা শাসক ও সিঙ্গুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। সিঙ্গুরের বাগডাঙা ছিন্নামোড় পঞ্চায়েতের দাইপুকুরে ভোর রাতে নষ্ট করে দিয়েছে এই পেঁপে গাছ। এই ঘটনার পর পেপের চাষিরা সিঙ্গুর থানায়, চন্দননগর মহকুমা শাসক,সিঙ্গুর বিডিও এবং হুগলির জেলার শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। চাষিদের বক্তব্য জমির মালিকদের মধ্যে শরিকি বিবাদে কয়েক লক্ষ টাকার মূল্যের পেপে নষ্ট হয়ে যায়।

الدعوة দাওয়াত

- সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্ট
- দ্রুততম সময়ে দাফন সম্পন্ন করা সুন্নত
- ইসলামে ন্যায়বিচার ও সুশাসন
- কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত ও মর্যাদা

সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্ট

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট কে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে আহ্বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ।’ (সূরা আহকাফ : ৫) এর অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি সেই সত্তাদের কাছে নালিশ বা সাহায্য প্রার্থনা করে কিংবা তাদের কাছে দোয়া করে তাহলে যেহেতু তাদের আদৌ কোনো শক্তি ও কর্তৃত্ব নেই তাই তার আবেদনে কোনো প্রকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাস্তব তৎপরতা চালাতে সক্ষম নয়। কিয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবী যত দিন আছে ততদিন পর্যন্ত ব্যাপারটি ওখানেই স্থির থাকবে। সেসব সত্তার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জবাব পাওয়া যাবে না। এ সব পথভ্রষ্ট অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে যে সব অলীক, কাল্পনিক ও অক্ষম সত্তাদের উপাস্য ও প্রভু গণ্য করে তাদের কাছে দৌড়ে যায়, তারা তার কোনো আবেদন নিবেদন শুনতে পায় না এবং আবেদনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও তাদের নেই।

এসব আহ্বানকারীর আহ্বান আদৌ তাদের কাছে পৌঁছে না। না তারা নিজের কানে তা শোনে, না অন্য কোনো সূত্রে তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে যে পৃথিবীতে কেউ তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে।

আল্লাহর এ বাণীকে আরো পরিষ্কার করে এভাবে বুঝুন : সারা পৃথিবীর মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যেসব সত্তার কাছে প্রার্থনা করছে তারা তিন ভাগে বিভক্ত। এক. প্রাণহীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিহীন সৃষ্টি। দুই. অতীতের বুজুর্গ মানুষরা। তিন. সেসব পথভ্রষ্ট মানুষ যারা নিজেরাও নষ্ট এবং অন্যদেরও নষ্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিল।

প্রথম প্রকারের উপাস্য বা তাদের উপাসনাকারীদের উপাসনা সম্পর্কে অনবহিত থাকা সুস্পষ্ট। কারণ এরা প্রাণহীন ও জ্ঞানবুদ্ধিহীন জড় পদার্থ। দ্বিতীয় প্রকারের উপাস্য যারা ছিল আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী প্রিয়পাত্র। এদের অনবহিত থাকার কারণ দু’টি। একটি হচ্ছে, তারা আল্লাহর কাছে এমন একটি জগতে আছে যেখানে মানুষের আওয়াজ সরাসরি তাদের কাছে পৌঁছে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে, সারা জীবন যেসব মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শিখিয়েছেন তারাই এখন উল্টা তাদের কাছে প্রার্থনা করছে। আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা তাদের কাছে এ খবর পৌঁছিয়ে দেন না। কারণ, তাদের কাছে এই খবরের চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ তাঁর সেই নেক বান্দাদের কষ্ট দেয়া পছন্দ করেন না। এরপর তৃতীয় প্রকারের উপাস্যদের সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন, তাদের অনবহিত থাকার দু’টি কারণ। একটি হচ্ছে তারা আল্লাহর কাছে অপরাধী হিসেবে বিচারের অপেক্ষায় বন্দী। সেখানে দুনিয়ার কোনো আবেদন-নিবেদন পৌঁছে না। আরেকটি কারণ, আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারাও তাদের এ খবর দেন না যে পৃথিবীতে তোমাদের মিশন খুব সফলতা লাভ করেছে এবং তোমাদের মৃত্যুর পর মানুষ তোমাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ এ খবর তাদের জন্য খুশির কারণ হবে। অথচ আল্লাহ জালেমদের কখনো খুশি করতে চান না।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বুঝা দরকার, সেটি হলো, আল্লাহ তাঁর সৎ বান্দাদের কাছে দুনিয়ার মানুষের সালাম এবং তাদের রহমত কামনায় দোয়া পৌঁছিয়ে দেন। কেননা এসব তাদের খুশির কারণ হয়। একইভাবে তিনি অপরাধীদের দুনিয়ার মানুষের অভিশাপ ক্রোধ ও তিরস্কার সম্পর্কেও অবহিত করেন। যেমন একটি হাদিস অনুসারে বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের নবী সা:-এর তিরস্কার শুনানো হয়েছিল। কারণ তা ছিল তাদের জন্য কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু যা নেককার বান্দাদের জন্য দুঃখ ও মনোকষ্টের এবং অপরাধীদের জন্য আনন্দের কারণ হয় সেরকম বিষয় তাদের কাছে পৌঁছানো হয় না।

এসব ভ্রষ্টকে আল কুরআনে সবচেয়ে বড় দেউলিয়া বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা তাঁর ছাড়া আর যাদের ইচ্ছা দাসত্ব করতে থাকো। বলো, প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা।’ (সূরা আয যুমার : ১৫)

কোনো ব্যক্তির কারবারে খাটানো সব পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং বাজারে তার পাওনাদারের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, নিজের সব কিছু দিয়েও সে দায়মুক্ত হতে পারে না তাহলে এরূপ অবস্থাকেই সাধারণভাবে দেউলিয়াত্ব বলে। এখানে কাফের মুশরিকদের জন্য এ রূপক ভাষাটিই ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষ এ পৃথিবীতে জীবন, আয়ু, জ্ঞানবুদ্ধি, শরীর, শক্তি, যোগ্যতা উপায় উপকরণ এবং সুযোগ সুবিধা যত জিনিস লাভ করেছে তার সমষ্টি এমন একটি পুঁজি যা সে পার্থিব জীবনের কারবারে খাটায়। কেউ যদি এ পুঁজির সবটাই এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে খাটায় যে, কোনো ইলাহ নেই কিংবা অনেক আছে আর সে তাদের বান্দা। তাকে কারো কাছে হিসাব দিতে হবে না কিংবা হিসাব নিকাশের সময় অন্য কেউ এসে তাকে রক্ষা করবে তাহলে তার অর্থ হচ্ছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং নিজের সব কিছুই খুইয়ে বসল। এটা হচ্ছে তার প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে, এ ভ্রান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সে যত কাজই করল, সেসব কাজের ক্ষেত্রে সে নিজেকেসহ দুনিয়ার বহু মানুষ, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং আল্লাহর আরো বহু সৃষ্টির ওপর জীবনভর জুলুম করল। তাই তার বিরুদ্ধে অসংখ্য দাবি এলো। কিন্তু তার কাছে এমন কিছুই নেই যে, সে এসব দাবি পূরণ করতে পারে। তা ছাড়া আরো একটি ক্ষতি হচ্ছে, সে নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না, বরং নিজের সন্তান-সন্ততি, প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতিকেও তার ভ্রান্ত শিক্ষাদীক্ষা এবং ভ্রান্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করল। এ তিনটি ক্ষতির সমষ্টিকে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ক্ষতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সত্যিকারার্থে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য সত্তাকে ডাকে তারা এমন এক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছে যে, এদের চোখে কিছুই দেখে না। তাদের বোধশক্তি নির্বোধ হয়ে যায়, চিন্তাশক্তি অচল হয়ে পড়ে। সে পীর-অলী বা দেব-দেবীর দরবারে মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। অথচ সে দেখে না যে, সেখানে মনস্কামনা পূর্ণ করার ক্ষমতা লেশমাত্রও নেই। বাজারের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কোথাও অদৃশ্য জ্ঞানের কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে। অথচ সেখানে অদৃশ্য জ্ঞানের বিন্দুবিসর্গও নেই। কোথাও কেউ মানুষের জীবিকার মালিক হয়ে বসে আছে। অথচ সে বেচারা নিজের জীবিকার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। কোথাও কেউ নিজেকে সম্মান ও অপমানের এবং লাভ-ক্ষতির সর্বময় কর্তা মনে করে বসে আছে। সে এমনভাবে শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজিয়ে চলছে যেন মনে হয়, আশপাশের সমুদয় সৃষ্টির সে এক মহাপ্রভু। অথচ তার ললাটে চিহ্নিত আছে দাসত্বের টিকা।

সুতরাং এসব অক্ষম উপাস্য পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন এবং যা কিছুর প্রয়োজন তা আল্লাহকেই বলুন। আল্লাহ তায়ালা বান্দাহর এত কাছাকাছি অবস্থান করেন যে, কোনো প্রকার মাধ্যম ও সুপারিশ ছাড়াই বান্দাহ সরাসরি সর্বত্র ও সবসময় তাঁর কাছে আবেদন ও নিবেদন পেশ করতে পারে।

আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ওহহাব বা প্রকৃত দাতা। কিছু কিছু মূর্খ মানুষ সেই প্রকৃত দাতা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের দরবারে সন্তান কামনা করে থাকে। প্রয়োজন পূরণের জন্য আর্জি পেশ করে। খুব ভালো করে মনে রাখা প্রয়োজন এ ধরনের আচরণ সুস্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সন্তান দেয়ার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। হজরত ইবরাহিম আ: শেষ বয়সে এসে আল্লাহর কাছে বলেছেন, ‘আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। হে পরোয়ারদিগার! আমাকে একটি সৎকর্মশীল পুত্রসন্তান দাও। (এ দোয়ার জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।’ (সা-ফফাত : ১০০-১০১) কাজেই আমাদের প্রত্যেককে অক্ষম ও বানোয়াট খোদার দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকে মরার অজ্ঞতা ও মূর্খতার বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ দুনিয়ায় জীবনযাপনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বস্তুগত বা অবস্তুগত যত কিছুর অভাব বা প্রয়োজন অনুভব করে, সবগুলোরই প্রকৃত দাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেন, ‘আর হে নবী! আমার বান্দাহ যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদের বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত, এ কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।’ (সূরা বাকারা : ১৮৬) সুতরাং ভ্রষ্টতা ছেড়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তিনিই তো তোমাদের নিদর্শন দেখান এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিজিক নাজিল করেন (কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে) কেবল তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (সুতরাং হে প্রত্যাবর্তনকারীরা) দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকেই ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।’ (সূরা মুমিন : ১৩) এখানে রিজিক নাজিল মানে বৃষ্টিপাত। কেননা মানুষ এ পৃথিবীতে যত প্রকার রিজিক লাভ করে তা সবই বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্য থেকে এ একটি মাত্র নিদর্শনের কথা ধরে তুলে এ মর্মে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তোমরা যদি কেবল এ একটি জিনিসের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো তাহলে বুঝতে পারবে, প্রকৃত রিজিকদাতা কেবল আল্লাহ তায়ালা, সেটিই বাস্তব ও সত্য। আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই জ্ঞাত। প্রতিটি প্রয়োজন, যা ব্যক্তির মনের গহিনে লুপ্ত আছে, যার বহিঃপ্রকাশ এখনো ঘটেনি, তাও আল্লাহ তায়ালা জানেন। কারণ তিনি মহাজ্ঞানী, অতিশয় জ্ঞাত। তিনি অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোনো কথা বলেন না, বরং তিনি প্রতিটি বস্তু সম্পর্কেই সরাসরি জ্ঞানের অধিকারী। তিনিই একমাত্র জানেন কোন জিনিসে মানুষের উন্নতি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য কোন নীতিমালা, আইনকানুন ও বিধিনিষেধ আবশ্যক। তাঁর প্রতিটি শিক্ষা সঠিক কৌশল ও জ্ঞানভিত্তিক যার মধ্যে ভুলভ্রান্তির কোনো আশঙ্কা নেই। ‘অবশ্যই আল্লাহ অন্তরের গোপন কথাও জানেন।’ (লুকমান : ২৩) তিনি আলিমুম বিজাতিছ-ছুদুর ও আল্লামুল গুয়ুব। যিনি গোপন সত্যের জ্ঞান রাখেন। যার যা প্রয়োজন, তা মহান দাতা, মহান প্রভু, মহান তত্ত্বাবধায়ক, মহান বন্ধু আল্লাহ তায়ালার কাছেই চাওয়া উচিত।

তওবার গুরুত্ব

আমিনুল ইসলাম

তওবা শব্দের অর্থ হলো ফিরে আসা। অর্থাৎ মানুষ প্রতিনিয়ত ভুল করে, অন্যায় করে, পাপ করে, গুনাহ করে, এসব যাবতীয় কাজ করে সে যখন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে সেসব নিন্দনীয় কাজ আর ভবিষ্যতে না করার সংকল্প নিয়ে আল্লাহর দরবারে দৃঢ় সংকল্প করে আল্লাহর পথে ফিরে আসে তার নামই ‘তওবা’। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহতায়ালার ওপর শুধু তাদের তওবাই কবুলযোগ্য হবে, যারা অজ্ঞাতসারে গুনাহর কাজ করে অতঃপর জানা মাত্রই তারা দ্রুত তা থেকে ফিরে আসে, মূলত এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর আল্লাহতায়ালা দয়া পরবশ হন।’ (সূরা নিসা, আয়াত ১৭)। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেন, আল্লাহর কসম, আমি দৈনিক সত্তরবারের বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। সুবহানাল্লাহ।

তওবা ইস্তিগফার পাপ থেকে মুক্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানুষ প্রতিদিনই গুনাহর কাজ করে যাচ্ছে। এ গুনাহ বা পাপ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ পাপ হয়ে গেলেও ইসলাম ধর্মে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথও বাতলে দেওয়া হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি পাপ করে ফেলে তখন তাকে অত্যন্ত বিনয় ও আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, হে ইমানদার ব্যক্তিরা তোমরা গুনাহ খাতার জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা কর, একান্ত খাঁটি তওবা। আশা করা যায় এর ফলে তোমাদের রব তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং এর বিনিময়ে পরকালে তিনি তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (সূরা আত তাহরিম, আয়াত ৮)।

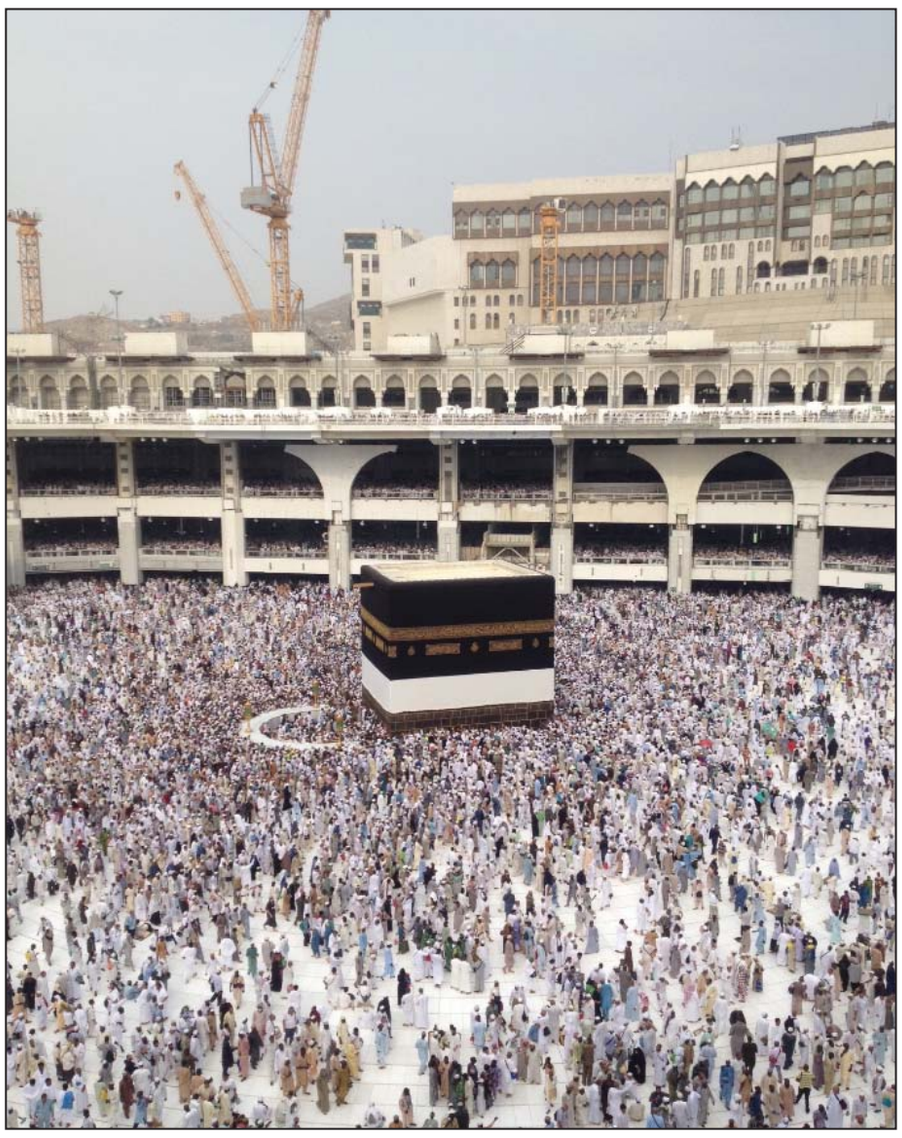

তওবা কবুলের জন্য ইসলাম ধর্মে বেশ কয়েকটি দিকনির্দেশনা রয়েছে। আমাদের তা পরিপালন করতে হবে। এতে আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করবেন। জেনেবুঝে অন্যায় ও পাপ কাজে জড়িত হওয়া যাবে না। পাপ বা অন্যায় কাজ করে ফেলার পরপরই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। দেরি করা যাবে না। নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার আগেই ক্ষমা চাইতে হবে। দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা যাবে না। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেছেন, যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।

সুবহানাল্লাহ। একজন তওবাকারী বান্দার জীবনে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের আর কী হতে পারে? অপরাধ, অন্যায় ও পাপ করার পর বান্দা যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তওবা করে আল্লাহর কাছে তা অধিক প্রিয় বলে বিবেচিত।

আল্লাহ বলেন, হে ইমানদারগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আন নুর, আয়াত ৩১)। আমাদের মনে রাখতে হবে ভালো কাজের জন্য যেমন পরকালে রয়েছে আল্লাহর কাছে পুরস্কার তেমনি মন্দ কাজের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর সেই কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আর তা হলো তওবা করে ফিরে আসা। তওবার মূল উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজের পাপ মোচন করে তাকে খুশি করানো। তওবা করলে আল্লাহ খুশি হন। বান্দাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন, ‘তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে বসে কিংবা নিজেদের ওপর জুলুম করে ফেলে তারা আল্লাহকে সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কে আছে যে তাদের গুনাহ মাফ করে দিতে পারে?।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৫)। মানুষ প্রতিনিয়ত শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে গুনাহ, অন্যায় আর পাপ কাজ করে ফেলে। তাই আল্লাহতায়ালা সেই গুনাহ থেকে তার বান্দাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তওবার ব্যবস্থা রেখেছেন। আদম আ. আল্লাহর কাছে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদের মাফ না কর এবং আমাদের ওপর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা আরাফ, আয়াত ২৩)। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে গুনাহর হাত থেকে রক্ষা করুন এবং প্রতিনিয়ত তওবা করার মাধ্যমে তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন।

ইসলামে ন্যায়বিচার ও সুশাসন

বিশেষ প্রতিবেদক

সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও নিরাপত্তা বিধানে ন্যায়বিচার ও সুশাসন অপরিহার্য। মানবিকতা, ন্যায়নীতি ও সুবিচার ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, ‘তিনি বিচার দিবসের মালিক।’ (সূরা-১ ফাতিহা, আয়াত: ৩)

‘আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন।’ (সূরা-৯৫ ত্বিন, আয়াত: ৮)

‘তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।’ (সূরা-১২ ইউসুফ, আয়াত: ৮০)

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং ‘আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনবিধান।’ (সূরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত: ১৯) সুবিচার প্রাপ্তি সব নাগরিকের অধিকার ও ন্যায়বিচার আল্লাহর হুকুম ফরজ ইবাদত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর।’ (সূরা-৫ মায়িদা, আয়াত: ৮)

ইসলামি বিধানের উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ তথা জীবন সুরক্ষা, সম্পদ সুরক্ষা, জ্ঞান সুরক্ষা, বংশপরম্পরার পবিত্রতা সুরক্ষা এবং এসবের মাধ্যমে ধর্ম সুরক্ষা।

হাশরের দিন যাঁরা আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন ‘ন্যায়পরায়ণ শাসক’।

ন্যায়ের বিধান সর্বকালের ও সব সমাজের জন্য কাম্য।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবীজি সা. বলেছেন, ‘সাত ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। ন্যায়বান শাসক, আল্লাহর ইবাদতে আনন্দ পাওয়া যুবক, ওই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থেকে বের হওয়ার পর ফিরে আসা পর্যন্ত, এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য একে অন্যকে মহব্বত করে, এরই ওপর একত্র হয় এবং এরই ওপর পৃথক হয়, এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমণী (অন্যায়) আহ্বান করলেও সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, এমন লোক যারা এমন গোপনে দান করে, তার ডান হাত কী দান করল তা তার বাঁ হাত জানতে পারে না, আর ওই ব্যক্তি যে নির্জন-নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে তার দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়।’ (মুত্তাফাকুন আলাইহি-বুখারি: ৬৬০, মুসলিম: ১০৩১, তিরমিজি: ২৩৯১)

দ্রুততম সময়ে দাফন সম্পন্ন করা সুন্নত

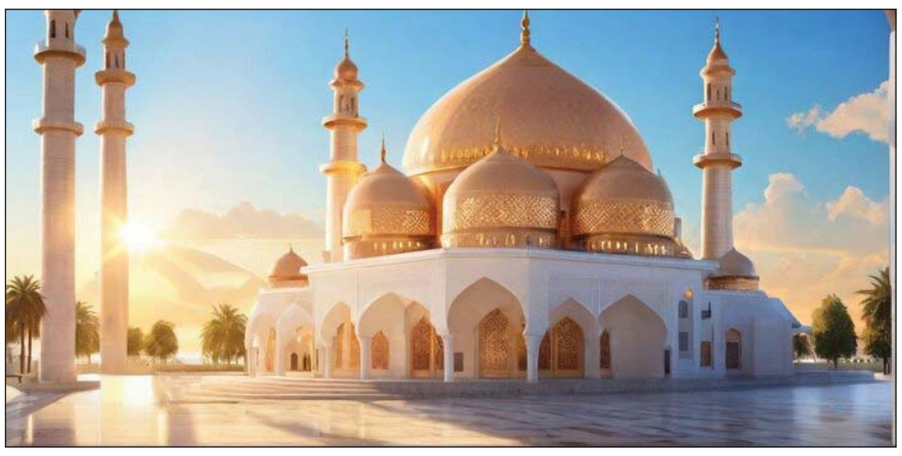

আবদুল্লাহ নুর

শরিয়তের সাধারণ নিয়ম বা সুন্নত পদ্ধতি হলো ব্যক্তি যে গ্রাম বা শহরে মারা যাবে, তাকে সে শহর বা গ্রামের স্থানীয় মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হবে। কেননা দ্রুততম সময়ে কাফন-দাফন সম্পন্ন করা আবশ্যক। আর লাশ অন্যত্র নেওয়া হলে কাফন-দাফনে বিলম্ব হওয়ার এবং বিনা প্রয়োজনে অর্থ অপচয়ের ভয় থাকে। এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সা.-এর যুগে মদিনার নিকটবর্তী স্থানে সাহাবিরা মারা গেলে তাঁদেরকে সেখানেই দাফন করা হয়েছে। অথচ তাঁদের লাশ মদিনায় নিয়ে আসা সম্ভব ছিল। সাহাবায়ে কিরাম দ্বিন প্রচারের জন্য আরব উপদ্বীপের বাইরে যেখানে যিনি মারা গেছেন, তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়েছে। আর শহীদদের সেখানেই দাফন করা হয়েছে, যেখানে তাঁরা শহীদ হয়েছেন। হাদিসে এসেছে, আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রা.) হুবশি নামক স্থানে মারা গেলেন। পরে তাঁকে মক্কায় এনে এখানে কবর দেওয়া হলো। আয়েশা (রা.) মক্কায় এসে (ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবি বাক্রের কবর জিয়ারতে গেলেন এবং একটি কবিতা আবৃত্তির পর বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি যদি উপস্থিত থাকতাম, তবে আপনি যেখানে মারা গেছেন সেখানেই আপনাকে দাফন করা হতো। আমি যদি আপনার দাফনের সময় উপস্থিত থাকতাম, তবে আমি আপনার কবর জিয়ারতে আসতাম না।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১০৫৫)

যখন লাশ স্থানান্তর করা যাবে : যখন কোনো মুমিন এমন কোনো এলাকায় মারা যায়, যেখানে দাফন করলে পরবর্তী সময়ে লাশ বা কবর বিকৃতি হওয়ার ভয় থাকে অথবা অনুরূপ কোনো অসম্মানজনক কাজের আশঙ্কা থাকে, বা কাফন-দাফনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা না থাকে, তখন লাশ অন্যত্র স্থানান্তর করা আবশ্যক।

পরিবারের সদস্যরা যেন সহজেই জিয়ারত করতে পারে এই নিয়তে নিজ এলাকায় লাশ এনে দাফন করা জায়েজ। তবে অধিক বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা করা মাকরুহ। (আউনুল মাবুদ : ৮/৪৪৭)

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও সাঈদ ইবনে জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা.) আকিক নামক স্থানে মারা যান এবং তাঁদেরকে মদিনায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানেই তাঁদের দাফন করা হয়।' (মুয়াত্তায়ে মালিক, হাদিস : ৩১)

তাঁদের লাশ স্থানান্তর করা হয়েছিল বহু সাহাবার উপস্থিতিতে এবং তাঁরা এই কাজে আপত্তি করেননি। নিজ এলাকার কবরস্থান নদীভাঙন বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিলীন হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে নিকটস্থ এলাকার অন্য কোনো করবস্থানে নিয়ে লাশ দাফন করা জায়েজ আছে।

অসিয়ত করে গেলে : যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর সময় নির্ধারিত কোনো কবরস্থানে দাফন করার অসিয়ত করে যায় এবং তা বাস্তবায়ন করা ওয়ারিশদের জন্য কষ্টকর ও অধিক ব্যয়বহুল না হয়, তাহলে তাদের উচিত অসিয়ত পূরণ করা। আর তা বাস্তবায়ন করা যদি কষ্টসাধ্য ও অধিক ব্যয়বহুল হয় অথবা লাশ দাফনে অধিক বিলম্ব হওয়ার ভয় থাকে, তাহলে এমন অসিয়ত পূরণ করা থেকে বিরত থাকবে। মৃত ব্যক্তি যদি নিজ মহল্লার কবরস্থানের পরিবর্তে শহরের অন্য কোনো কবরস্থানে অথবা নিকটবর্তী কোনো কবরস্থানে দাফন করার অসিয়ত করে, তাহলে তা বাস্তবায়নে শরিয়তের কোনো বাধা নেই। (আল-ফিকহু আলা মাজাহিবিল আরবাআ, পৃষ্ঠা-১২৭৭)

কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত ও মর্যাদা

রুহুল আমিন

সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার মর্যাদা যেমন, সব বাণীর ওপর কুরআনের মর্যাদাও তেমন। তাই ঐশীবাণী পবিত্র কুরআনুল কারিম তেলাওয়াতের ফজিলত এবং মর্যাদাও সবচেয়ে বেশি। এতে রয়েছে অনেক সওয়াব, কল্যাণ, রহমত, বরকত, আত্মার প্রশান্তি ও ইমানি শক্তি।

কুরআনের প্রতিটি আয়াতে যেমন রয়েছে বিশ্ব মানবতার হেদায়েত ও মুক্তির বার্তা, তেমনি কুরআন তেলাওয়াতে রয়েছে বিশ্ববাসীদের জন্য অফুরান সওয়াব ও পুরস্কারের ঘোষণা। কেননা বান্দার জন্য আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার একমাত্র মাধ্যম পবিত্র কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত।

হজরত মুহাম্মদ সা. এর উম্মতের বয়সের সময় ও শ্রম কম, কিন্তু তার সম্মান ও সওয়াব অনেক বেশি। এ উম্মতকে আল্লাহতায়ালা কালামুল্লাহ বা আল কুরআন দান করেছেন, যা স্বয়ং আল্লাহর কথা। হজরত মুসা আ. আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতেন, তবে তা ছিল নির্ধারিত সময়ে। আর এ উম্মতের জন্য যখন খুশি তখন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ রয়েছে। হজরত আলী রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন, আমার যখন মন চাইত আল্লাহর সঙ্গে কথা বলব, তখন আমি কুরআন তেলাওয়াত শুরু করে দিতাম।

রমজান মাস ছাড়া পবিত্র কুরআন শরিফ খতম করে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। অথচ ইচ্ছা করলে নিয়মিতভাবে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের আগে-পরে ও সকাল-বিকাল দু-চার পৃষ্ঠা করে কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করা যায়। তাতে দেখা যাবে প্রতি দুই মাস তিন মাসে একটি করে খতম হয়ে যাবে।

এছাড়াও কাজের সময়ও মুখস্থ করা ছোট ছোট সূরাগুলো আমরা পড়তে পারি অথবা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে থেকে দেখে দেখে তেলাওয়াত করতে পারি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব নিয়মিত তেলাওয়াত করবে সেই ব্যক্তিকে যখন মৃত্যুর পর কবরে দাফন করা হয় তখন ফেরেশতারা মাথার দিক থেকে আজাব দেওয়ার জন্য এলে তখন কুরআন তাকে বাধা দেয়, যখন ফেরেশতা সামনের দিক থেকে আসে তখন দান-সদকা তাকে বাধা দেয়, যখন ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে আসে, তখন মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া তাকে বাধা দেয়।

হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মমিন ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, তার উদাহরণ হলো কমলা লেবুর মতো, তার স্বাধও ভালো আবার ঘ্রাণও ভালো।

তেলাওয়াতবিহীন মুমিনের উদাহরণ হলো খেজুরের মতো, তার স্বাদ ভালো কিন্তু কোনো ঘ্রাণ নেই। আর কুরআন তেলাওয়াতকারী পাপী ব্যক্তির উদাহরণ হলো ফুলের মতো, ঘ্রাণ ভালো কিন্তু স্বাধ তিক্ত। আর যে কুরআন তেলাওয়াত করে না এমন পাপী মমিনের উদাহরণ হলো মাকালের মতো, যা দেখতেই সুন্দর, তবে স্বাধে তিক্ত, বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময়। (বোখারি)।

বিশ্বনবী প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরআনের আয়াতের সংখ্যার পরিমাণ হবে জান্নাতের সিঁড়ি, আর কুরআনের পাঠককে বলা হবে তুমি যতটুকু কুরআন পড়েছ, ততটুকু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাও। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছে, সে আখেরাতে জান্নাতের সর্বশেষ ধাপে উঠে যাবে। আর যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ পড়েছে, সে সমপরিমাণ ওপরে উঠতে পারবে। আর তার কুরআন পড়ার সীমানা যেখানে শেষ হবে সেখানে তার সওয়াবের সীমানাও শেষ হবে।

দুনিয়াতে কুরআন চর্চা তথা শিখা এবং শিখানোর ফজিলত সম্পর্কে প্রিয় নবী বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্ব উত্তম ওই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে অতঃপর অন্যকে শিখায়। (বুখারি)। প্রিয় নবী আরও ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়বে সে একটি নেকি পাবে আর একটি নেকি ১০টি নেকির সমপরিমাণ। (তিরমিজি)।

দয়ার নবী সা. ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে- তুমি পবিত্র কুরআন পড় এবং জান্নাতের ওপরে উঠতে থাক, যেভাবে তুমি দুনিয়াতে সুন্দর ও সহিভাবে, তারতিলের সঙ্গে কুরআন পড়তে, সেভাবেই পড়। জেনে রাখ যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, জান্নাতের সেই সুউচ্চ স্থানই হবে তোমার চিরস্থায়ী সুখ শান্তিময় বাসস্থান। (তিরমিজি)।

প্রিয় নবী সা. আরও ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, তা মুখস্থ করবে এবং তার বিধি বিধানের প্রতি যত্নবান হবে, সে উচ্চ মর্যাদার সম্মানিত ফেরেশতাদের সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করবে, আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাঠ করবে এবং তার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে, সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। (বুখারি- মুসলিম)।

নবীজি সা. আরও ইরশাদ করেন, তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কেননা কেয়ামতের দিন কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হবে।

ইমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ

বিশেষ প্রতিবেদক

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে, ইমানের যাবতীয় স্তর বা রোকনের ওপর অন্তরের বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো ইমান। মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি দেওয়াও ইমানের শর্ত। বাহ্যিক আমল ইমানের মৌলিক রোকন নয়, তবে ইমানের পূর্ণতার জন্য আবশ্যক। (শারহুল ফিকহিল আকবর, ইমাম আজম আবু হানিফা, অনুবাদ: এনামুল হক মাসউদ, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৪৬২)

আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'যেসব মানুষ ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতবাসী। তারা সর্বদা সেখানে থাকবে।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ৮২) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, আয়াতে উল্লিখিত সৎকর্ম মানে যাবতীয় ভালো কাজসহ আমল-ইবাদত।

ইমান মুমিনের সবচেয়ে বড় পরিচয়, শ্রেষ্ঠ অর্জন। ইমান আনার পর তা ভেঙে যাওয়া মানে ইমান নষ্ট হয়ে যাওয়া। ইমান ভেঙে বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। তখন আবার তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। ইমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. আল্লাহর সঙ্গে কারও শরিক করা

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান উপাস্য বা ইলাহ হিসেবে বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য স্থির করো না।' (সূরা ইসরাইল, আয়াত: ২২)

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৪৮, সূরা মায়িদার ৭২, সূরা আনআমের ৮২, সূরা শুআরার ৯৭-৯৮, সূরা জুমারের ৬৫, সূরা তাওবার ৫, সূরা ইউনুসের ১৮ এবং সূরা আনকাবুতের ৬৫: আয়াতেও এ ধরনের আলোচনা রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'রাসুলুল্লাহকে সা. আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন অপরাধটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' (বুখারি, হাদিস: ৩৩৬০, মুসলিস, হাদিস: ১২৪)

২. আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে কাউকে মাধ্যম বানানো

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান আল্লাহকে ডাকা বা তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে কোনো মাধ্যম গ্রহণ করেন এবং সে মাধ্যমকে শাফায়াতের যোগ্য মনে করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'বলুন! সমস্ত সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর আওতাধীন। আসমান ও জমিনে তাঁরই সাম্রাজ্য। (সূরা জুমার, আয়াত: ৪৪)

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সূরা জুমারের ৩, সূরা ইউনুসের ১৮, সূরা সাবার ২২-২৩, সূরা মরিয়মের ৮১-৮২, সূরা শুআরার ১০০-১০১, সূরা আম্বিয়ার ২৮ এবং সূরা বাকারার ২৫৫: আয়াতেও আলোচনা রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ-তাআলার কাছে প্রার্থনা করে না, তিনি তার ওপর রাগান্বিত হন।' (তিরমিজি, হাদিস: ৩৩৭৩)

৩. কাফির-মুশরিকের মতবাদকে সঠিক মনে করা

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান কাফির বা মুশরিককে কাফির-মুশরিক মনে না করেন এবং তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আহলে কিতাবিদের মাঝে যারা কুফরি ও শিরক করে; তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামি এবং তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। (সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৬)

এ ছাড়া এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৩০-২৫৫, মুমতাহিনার ৪: আয়াতে আলোচনা রয়েছে।

আবু মালিক (রা.)-এর পিতা বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহকে সা. বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল এবং আল্লাহর ছাড়া বাকি সব উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার সম্পদ ও রক্ত অন্য মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ। আর তার প্রকৃত হিসাব-নিকাশ আল্লাহর দায়িত্বে। (মুসলিম, হাদিস: ২৩)

৪. রাসুলুল্লাহ সা. আনা আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শকে উত্তম মনে করা

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান রাসুলুল্লাহ সা. আনীত জীবনবিধান বা হুকুমত বা আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো জীবনবিধান বা হুকুমত বা আদর্শকে উত্তম মনে করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে, কোনো ইমানদার নারী-পুরুষের জন্য সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো অধিকার নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।' (সূরা আহজাব, আয়াত: ৩৬)

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সূরা নাজমের ৩-৪, সূরা মায়িদার ৩-৪৪, সূরা আলে ইমরানের ৮৫, সূরা আনআমের ৫৭ এবং সূরা নিসার ৬০-৬৫: আয়াতেও আলোচনা আছে।

জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম আলোচনা হলো আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হলো মুহাম্মাদ সা.-এর আদর্শ। (মুসলিম, হাদিস: ৮৬৭)

৫. শরিয়তের কোনো অংশকে অপছন্দ বা অস্বীকার করা

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান ইসলামি জীবনবিধান বা শরিয়ত অনুসরণ করার পর এ জীবনবিধান বা শরিয়তের কোনো অংশকে অপছন্দ বা অস্বীকার করেন তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি (আল্লাহ) তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন। এটা এ জন্য যে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের নিষ্ফল করে দেবেন' (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৮-৯)

আল্লাহ-তাআলা আরও ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৮)

৬. শরিয়তের কোনো সওয়াব বা শাস্তির বিধান নিয়ে ঠাট্টা করা

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান ইসলামি শরিয়তের কোনো সওয়াবের বা শাস্তির বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আপনি বলুন! তোমরা কি আল্লাহর সঙ্গে তাঁর হুকুম-আহকামের সঙ্গে এবং তাঁর রাসুলের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে? ছলনা কোরো না। ইমান আনার পর তোমরা কাফির হয়ে গেছ।' (সূরা তাওবা, আয়াত: ৬৫-৬৬)

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সূরা জাসিয়ার ৯, সূরা ফুরকানের ৪১-৪২, মুতাফফিফীনের ২৯-৩৩ এবং আলে ইমরানের ১০৬: আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।

এক ব্যক্তির ঠাট্টা-মশকরার জবাবে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তাদের বলো! তোমাদের হাসি-তামাশা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত এবং তাঁর রাসুলের সঙ্গে ছিল? এখন আর ওজর পেশ কোরো না। তোমরা ইমান আনার পর কুফুরি করেছ।' (তাফসিরে তারাবি, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৭২)

৭. জাদু বা তন্ত্র-মন্ত্রের প্রয়োগে কিছু করার চেষ্টা

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান জাদুর মাধ্যমে ভালো কিছু অর্জন ও মন্দ কিছু বর্জন করেন এবং প্রকাশ্য ও গোপন তন্ত্র-মন্ত্র বা জাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধন করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'কিন্তু শয়তানরাই কুফুরি করেছিল এবং তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত। তারা ভালোভাবেই জানে, যে জাদু অবলম্বন করে; পরকালে তার কোনো অংশ নেই।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১০২)

এ ছাড়া এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বহার ৬৬, সূরা নামলের ৬৫: আয়াতে আলোচনা আছে।

রাসুল সা. বলেছেন, 'তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি কাজ বা বস্তু থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করল, সেগুলো কী? রাসুল সা. বললেন, 'আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, জাদু করা।' (বুখারি, হাদিস: ২৭৬৬, মুসলিম, হাদিস: ৮৯)

৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির বা মুশরিকদের সাহায্য করা

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান কোনো কাফির বা মুশরিককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের (বিধর্মী) সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের পথপ্রদর্শন করেন না।' (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫১)

এ ছাড়া এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৩৮-১৩৯, সূরা মায়েদার ৬২-৬৩, সূরা হাশরের ১১, সূরা নাহলের ১০৭ এবং সূরা মুজাদালাহর ২২: আয়াতে আলোচনা বিবৃত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৪০৩১)

৯. ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনবিধান গ্রহণ বা সেটাকে উত্তম ভাবা

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান ইসলাম বা রাসুল সা. আনীত জীবনবিধান ছাড়া অন্য কোনো জীবনবিধান গ্রহণ করেন বা সেটাকে উত্তম ভাবেন, তাহলে তাঁর ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে, তার কোনো আমল গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫)

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সূরা সাবার ২৮, সূরা আরাফের ১৫৮, সূরা ফুরকানের ১ এবং সূরা আলে ইমরানের ১৯: আয়াতেও আলোচনা রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুল সা. বলেছেন, 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! এই উম্মতের কোনো ব্যক্তি, হোক সে ইহুদি বা নাসারা; যদি সে আমার আগমনের কথা শোনার পরও আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার ওপর ইমান না এনে মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামিদের দলভুক্ত হবে।' (মুসলিম, হাদিস: ১৫৩)

১০. আল্লাহর মনোনীত দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া

যদি কোনো মুমিন-মুসলমান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ-তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তার চেয়ে জালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) অপরাধীদের শাস্তি দেব। (সূরা সিজদাহ, আয়াত: ২২)

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সূরা আহকাফের ৩, সূরা আলে ইমরানের ৩২, লাইলের ১৪-১৬ এবং সূরা নুরের ৪৭: আয়াতেও আলোচনা রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোনো ধর্মের ওপর শপথ করবে, সে ওই ধর্মের অনুসারী বলে গণ্য হবে।' (বুখারি, হাদিস: ১৩৬৪, মুসলিম, হাদিস: ১১০)

এবার আর্জেন্টাইন ক্লাবের সমর্থকদের পেটাল ব্রাজিলের পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশীয় ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ টুর্নামেন্ট কোপা লিবার্তাদোরেসে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগ ম্যাচ খেলতে ব্রাজিলে গিয়েছিল আর্জেন্টিনার ক্লাব সান লরেঞ্জো। ব্রাজিলের বেলো হরিজেন্তের অ্যারেনা এমআরভি স্টেডিয়ামে স্বাগতিক আতলেতিকো মিনেইরোর মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনার প্রিমেরা ডিভিশনের ক্লাবটি।

ফিরতি লেগ ১-০ গোলে হেরে দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানের হারে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় ঘটেছে সান লরেঞ্জোর। কিন্তু এই ম্যাচের ফল ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রাজিলের পুলিশ। গ্যালারিতে আর্জেন্টিনার ক্লাবটির সমর্থকদের পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করেছে ব্রাজিলের পুলিশ।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, প্রায় এক হাজার সান লরেঞ্জোর সমর্থক ছিলেন গ্যালারিতে। ম্যাচের শেষ দিকে তাঁদের গ্যালারি থেকে বের করতে লাঠিপেটার পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়েছে ব্রাজিলের পুলিশ।

গ্যালারির ভেতরেই মাত্র কয়েক মিটার দূরত্ব থেকে কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়া হয়। এই গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশে মাঠেও ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই দলের খেলোয়াড়েরাই তাতে আক্রান্ত হন। মাঠেই কেউ কেউ বমি করেছেন। স্বাগতিক দলের সমর্থকেরাও পুলিশের এই সহিংস আচরণের শিকার হন। স্পেনের সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, নিরাপত্তা ভেস্ট, হেলমেট ও দাঙ্গা ঠেকানোর বর্ম নিয়ে গ্যালারিতে ঢুকেছিল কয়েক ডজন পুলিশ। অন্য সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে এএস জানিয়েছে, গ্যালারিতে 'পেপার স্প্রে'ও (মরিচের গুঁড়া) মেরেছে পুলিশ। টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, গ্যালারিতে পুলিশ আক্রমণ শুরু করায় রেফারি ফেলিপে গঞ্জালেস দ্বিতীয়ার্ধের ৩৫ মিনিটে খেলা বন্ধ করেন। দুই দলের খেলোয়াড়েরা ড্রেসিংরুমে না ফিরে মাঠেই ছিলেন। প্রায় ৬ মিনিট বন্ধ ছিল খেলা। এরপর খেলা শুরু হলেও তখন আর ম্যাচে কারও তেমন মনোযোগ ছিল না। যোগ করা সময়ও বেশি দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যে অন্তত একজন গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং আরেকজন রাবার বুলেটে আহত হন।

ব্রাজিলের পুলিশ কেন গ্যালারিতে ঢুকে আর্জেন্টিনার ক্লাবটির সমর্থকদের ওপর সহিংসতা চালাল, তার কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি কোনো সংবাদমাধ্যম। এএস জানিয়েছে, দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে দাঙ্গার কোনো ঘটনা জানা যায়নি। এমনকি সমর্থকদের মাঠে ঢুকে পড়ার ঘটনাও ঘটেনি।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় 'সুইপার' নয়ারের

আপনজন ডেস্ক: গোলবার সামলানোর কাজটা দুর্দান্তই করতেন ম্যানুয়েল নয়ার। তার সময়ের অন্যতম সেরা একজন গোলরক্ষক তিনি। তবে তিন কাঠির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। বক্সের বাইরে এসে আউটফিল্ড খেলোয়াড়দের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করতেও দারুন পারদর্শী ছিলেন জার্মানির গোলরক্ষক।

তাই তো আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ 'সুইপার-কিপারের' তকমা পেয়েছেন নয়ার। তার বিশ্বস্ত হাত ও পায়ের কাছে অনেক ফুটবলারই গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফরোয়ার্ডদের সামনে যেন 'চীনের মানব প্রাচীর'ছিলেন তিনি। সেই প্রাচীর আজ আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন।

এতে নিশ্চিত অনেক ফরোয়ার্ড হয়তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মনে মনে হয়তো অনেক বলছেন জার্মানির বিপক্ষে খেলা হলে নিজের নামের পাশে আর কিছু গোল যোগ করার সুযোগ পেলাম। দীর্ঘ ১৫ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন নয়ার। ঠিক যেমন করে দুই দিন আগে সামাজিক মাধ্যমে জার্মানির হয়ে আর খেলবেন না বলে নিজের বিদায়ের কথা জানিয়েছিলেন ইলকাই গুন্দোয়ান।

সদ্য সাবেক অধিনায়কের মতোই বায়ার্ন মিউনিখের গোলরক্ষকও সামাজিক মাধ্যমেই বিদায়ের ঘোষণা দিলেন। ৩৮ বছর বয়সী গোলরক্ষক লিখেছেন,'পদক্ষেপ (অবসর)নেওয়ার এটাই সঠিক সময়। যখন ছন্দে ছিলাম সে সময়টা দারুণ ছিল। আমি খুবেই গর্বিত।' ২০১৪ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন এবং ঘরের মাঠে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে জার্মানির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করাটাকে বিশেষ মুহূর্ত বলে জানিয়েছেন নয়ার। তিনি লিখেছেন,'২০১৪ বিশ্বকাপ জয় এবং এ বছর ঘরের মাঠে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা আমার কাছে বিশেষ মুহূর্ত। এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়াকে বড় গর্বের বলে মানছেন নয়ার। জার্মানির হয়ে ১২৪ ম্যাচ খেলা গোলরক্ষক লিখেছেন,'২০২৩ সাল পর্যন্ত দলকে নেতৃত্ব দেওয়াটা আমার জন্য গর্বের ছিল। জার্মানির জার্সি পরাটা ভালোবাসি।'

২০০৯ সালে জার্মানির হয়ে অভিষেক হয় নয়ারের। তার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ হয়ে থাকল ঘরের মাঠে স্পেনের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির হার। জার্মানির যেকোনো গোলরক্ষকের চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ১২৪ ম্যাচের মধ্যে ৮১টিতে জয় পেয়েছেন। ৫১ ম্যাচ ক্লিন শিট রেখেছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেও বায়ার্নের হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন নয়ার। আর তার বিদায়ে এতদিন ছায়া হয়ে থাকা বার্সেলোনার গোলরক্ষক মার্ক টের স্টেগান জার্মানির গোলবার রক্ষার দায়িত্ব পাচ্ছেন।

লাজংয়ের কাছে হেরে ডুরান্ড কাপ থেকে বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল

আপনজন ডেস্ক: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু প্রিলিমিনারি স্টেজের ম্যাচের পর ডুরান্ড কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল, টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হার ইস্টবেঙ্গলের। বুধবার শিলং লাজংয়ের কাছে হেরে ডুরান্ড কাপ থেকে বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের ফল ১-২। এই ম্যাচেও লাল-হলুদ ব্রিগেডকে ডুবিয়ে দিল রক্ষণ। লালচুংনুঙ্গা, হিজাজি মাহের, মার্ক জোথনপুইয়া. প্রভাত লাকড়া একেবারেই ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারলেন না। পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা হেক্টর ইয়ুস্তে, গুরসিমরত গিল খারাপ খেলেননি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার প্রভসুখন গিলও চলতি মরসুমে ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারছেন না। দলে দেবজিৎ মজুমদারের মতো গোলকিপার থাকা সত্ত্বেও কেন ছন্দে না থাকা গিলকে খেলিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। আনোয়ার আলি খেলতে নামলে হয়তো লাল-হলুদ রক্ষণ শক্তিশালী হবে। কিন্তু আপাতত মরসুমের প্রথম সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। নিজেদের মাঠে শিলং লাজং বরাবরই শক্তিশালী। পাহাড়ে খেলতে গিয়ে সব দলকেই সমস্যায় পড়তে হয়। লাজংয়ের ফুটবলারদের উচ্চতা বেশি না হলেও, তাঁরা সারাক্ষণ প্রচণ্ড গতিতে দৌড়ে যেতে পারেন। এই গতি সামাল দিতে পারল না লাল-হলুদ রক্ষণ। অষ্টম মিনিটে প্রথম গোল করে লাজংকে এগিয়ে দেন মার্কোস রাডওয়্যার জেনার সিলভা। এই গোলের ক্ষেত্রে দায় এড়াতে পারবেন না গোলকিপার গিল। ৭৮ মিনিটে পি ভি বিষ্ণুর ক্রস থেকে গোল করে সমতা ফেরান নন্দকুমার শেখর। কিন্তু সমতা ফেরানোর পরেই ফের গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। ৮৩ মিনিটে লাজংয়ের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন ফিগো সিনডাই। এরপর আর সমতা ফেরাতে পারল না ইস্টবেঙ্গল।

এদিন রেফারির একাধিক সিদ্ধান্ত ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে যায়। ৩৮ মিনিটে গোল করে ফেলেছিলেন মাদিহ তালাল। কিন্তু অফসাইডের জন্য এই গোল বাতিল হয়ে যায়। যদিও টেলিভিশন রিপ্লে দেখে মনে হয়েছে অফসাইড ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে বক্সের মধ্যে লাজংয়ের এক ফুটবলারের হাতে বল লাগে। কিন্তু পেনাল্টির আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি।

পিএফএর বর্ষসেরা ফোডেন, সেরা তরুণ খেলোয়াড় পালমার

আপনজন ডেস্ক: সতীর্থ ফুটবলারদের ভোটে ২০২৩-২৪ মৌসুমে সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ফিল ফোডেন। ম্যানচেস্টার সিটি ফরোয়ার্ড জিতেছেন ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের সংগঠন প্রফেশনাল ফুটবলারস অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। গত মৌসুমে সিটির টানা চতুর্থ লিগ শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন ফোডেন।

২৪ বছর বয়সী ফোডেন ১৯ গোল করার পাশাপাশি ৮টি গোলেও সহায়তা করেন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ আর্সেনালকে পেছনে ফেলে লিগ শিরোপা জিতেছিল সিটি। পেপ গার্দিওলার দল শিরোপা নিশ্চিত করেছিল শেষ দিনে।

সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পাওয়ার পর ফোডেন বলেছেন, 'এই পুরস্কার জয় আমার জন্য বিশেষ কিছু এবং এ জন্য আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। সতীর্থ পেশাদারদের (ফুটবলার) কাছ থেকে এভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার অর্থ অনেক বড় কিছু এবং যাঁরা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।' সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা ও সতীর্থদের ধন্যবাদ জানিয়ে ফোডেন আরও বলেছেন, 'পেপকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং সিটির অন্যান্য কোচ ও সতীর্থদেরও বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। প্রতিদিন তারা আমাকে আরও ভালো হতে সাহায্য করেছে।'

গত রোববার চেলসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে টানা পঞ্চম লিগ শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে মৌসুম শুরু করেছে সিটি। ফোডেনেরও একই লক্ষ্য, 'ক্লাবের সবার জন্যই গত মৌসুমটি ছিল আরেকটি বিশেষ কিছু। আমরা এবার আরও বেশি সাফল্য পেতে মনোযোগী।'

ফোডেন শুধু পিএফএ বর্ষসেরার পুরস্কারই জেতেননি, ২০২৩-২৪ প্রিমিয়ার লিগের বর্ষসেরা এবং ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনেরও বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন।

সিটির ফুটবল পরিচালক টিকি বেগিরিস্তেইন বলেছেন, 'ম্যানচেস্টার সিটিতে আমরা যা কিছু ধারণ করি, ফোডেন তার সবকিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে। সে খুবই প্রতিভাবান খেলোয়াড়; তবে সব সময় উন্নতির চেষ্টাও করে। ক্লাবেও খুব জনপ্রিয় ও বিনয়ী। আমরা তাকে নিয়ে গর্বিত।'

পিএফএ বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ফোডেনের সঙ্গে ছিলেন তাঁরই ক্লাব সতীর্থ এবং গত বছর এ পুরস্কারজয়ী আর্লিং হলান্ড ও রদ্রিও। চেলসির কোল পালমার, আর্সেনালের মার্টিন ওডেগার্ড এবং অ্যাস্টন ভিলার ওলি ওয়াটকিনসও জায়গা করে নিয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত তালিকায়।

পিএফএ ছেলেদের বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন চেলসি ফরোয়ার্ড পালমার। তাতে ফিরে এল ২০০৯-১০ মৌসুমের স্মৃতি। সেবার পিএফএ বর্ষসেরা ও সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছিলেন যথাক্রমে ওয়েইন রুনি ও জেমস মিলনার। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি রুনি জিতেছিলেন বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার এবং মিলনার হয়েছিলেন বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়। তাঁদের পর এবারই প্রথম পিএফএ বর্ষসেরা ও বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেন ইংল্যান্ডের দুই খেলোয়াড়।

গত বছর সেপ্টেম্বরে সিটি ছেড়ে চেলসিতে যোগ দেওয়া ইংল্যান্ডের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার পালমার প্রিমিয়ার লিগের গত মৌসুমে ২২ গোল করেন। সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে থাকা হলান্ডের (২৭) পরই তাঁর অবস্থান।

ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত পিএফএর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বড় সব পুরস্কারই সিটির ঘরে গেছে। ক্লাবটির নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড় খাদিজা শ জিতেছেন মেয়েদের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। মেয়েদের সুপার লিগের গত মৌসুমে সর্বোচ্চ ২১ গোল করেন জ্যামাইকার এই তারকা। তবে শিরোপা জিততে পারেনি সিটি। গোল ব্যবধানে ক্লাবটিকে পেছনে ফেলে শিরোপা জিতেছে চেলসি। পুরস্কারটি জয়ের পর খাদিজা বলেছেন, 'পুরস্কারটি জিতে খুশি এবং গর্বও লাগছে। সতীর্থদের কাছ থেকে এমন স্বীকৃতি বিশেষ সম্মানের।'

অবসরের গুঞ্জন উড়িয়ে ২০২৮ অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছা স্টিভেন স্মিথের। গুঞ্জন ছিল, অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দলে ব্রাত্য হয়ে পড়া স্টিভেন স্মিথও হয়তো এই সংস্করণকে বিদায় জানিয়ে দেবেন। কিন্তু অবসরের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন স্মিথ। শুধু তা-ই নয়। তিনি জানিয়েছেন, সম্ভব হলে ২০২৮ অলিম্পিকেও খেলবেন।

যুবভারতীতেই ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল, ফাইনালের অনুমতি

আপনজন ডেস্ক: ডুরান্ড কাপের সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল হচ্ছে সল্টলেকেই। এ বিষয়ে অনুমতি দিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ হচ্ছে শিলংয়ে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছে জামশেদপুরে। তবে এই দুই দল সেমি-ফাইনাল ও ফাইনালে পৌঁছলে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলার সুযোগ পাবে। সল্টলেকে ডুরান্ড কাপের সেমি-ফাইনাল, ফাইনাল হতে চলায় খুশি বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা। তাঁরা স্টেডিয়ামে গিয়ে প্রিয় দলের খেলা দেখার সুযোগ পাবেন। তবে ম্যাচ দেখতে গিয়ে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার মুখে পড়তে হতে পারে ফুটবলপ্রেমীদের। মঙ্গলবার কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল-রেনবো ম্যাচে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ জানান সমর্থকরা। ফলে ডুরান্ড কাপ সেমি-ফাইনাল, ফাইনালেও প্রতিবাদে সরব হতে পারেন ফুটবলপ্রেমীরা। পুলিশ-প্রশাসন এই প্রতিবাদের বিষয়ে কী অবস্থা নেবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মঙ্গলবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক তাঁবুতে একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করেন ইস্টবেঙ্গল সচিব রূপক সাহা, মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের সচিব দেবাশিস দত্ত এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ। এই সাংবাদিক বৈঠকে সল্টলেকে ডুরান্ড কাপের ম্যাচ ফেরানোর অনুরোধ জানানো হয়। এরপরেই সল্টলেকে ডুরান্ড কাপ সেমি-ফাইনাল, ফাইনাল আয়োজনের অনুমতি দিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। রবিবার দুপুরে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, কলকাতা ডার্বিতে অশান্তি ও হিংসা ছড়ানোর চক্রান্ত করেছিল দুষ্কৃতীরা। এই ম্যাচে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এই কারণেই কলকাতা ডার্বির অনুমতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সমর্থকরা পুলিশের এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, রবিবার বিক্ষোভ ঠেকাতে যত পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল, তার অর্ধেক থাকলেই ভালোভাবে কলকাতা ডার্বি আয়োজন করা যেত।

রদ্রির চোখে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় কে

আপনজন ডেস্ক: গত দেড় দশকের ফুটবলে সর্বকালের সেরার প্রশ্নে দুটি নামই ঘুরেফিরে সামনে আসে, লিওনেল মেসি নয়তো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এ বিষয়ে সাবেক কিংবা বর্তমান ফুটবলারদের যে-ই কথা বলুন, কদাচিৎই এই দুই নামের বাইরে যান। এবার সেই ব্যতিক্রম কাজই করলেন রদ্রি। নিজের পছন্দের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার বেছে নিয়েছেন মেসি-রোনালদোর বাইরের একজনকে। পিএফএর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রদ্রির কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাঁর দৃষ্টিতে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় কে? এ প্রশ্নের জবাবে রদ্রি এক বাক্যে বলেন, 'কেভিন ডি ব্রুইনা'। প্রশ্ন উত্তরের খেলায় অবশ্য সর্বকালের সেরা ছাড়া আরও কিছু প্রশ্ন রাখা হয় রদ্রির সামনে। হাসি মুখেই সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন সময়ের অন্যতম সেরা এই মিডফিল্ডার। চটজলদি প্রশ্নোত্তরের এ আয়োজনে রদ্রির কাছে প্রথম প্রশ্ন ছিল, সেরা গোলস্কোরার কে? উত্তরে তিনি ম্যান সিটি সতীর্থ আর্লিং হলান্ডের নাম বলেন। কম মূল্যায়িত খেলোয়াড়ের নাম জানতে চাইলে রদ্রি বেছে নেন বার্সা মিডফিল্ডার ইলকায় গুন্দোয়ানকে। গুন্দোয়ান ২০২৩ সালে বার্সায় যোগ দেওয়ার আগে সিটিতেই ছিলেন। গতির প্রশ্নেও সিটির এক খেলোয়াড়কে বেছে নেন রদ্রি, বলেন জেরেমি ডকুর নাম। এ মুহূর্তে সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে বেছে নিয়েছেন আতলেতিকো মাদ্রিদের স্প্যানিশ খেলোয়াড় কোকেকে।

স্থায়ীভাবে চেলসিতে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড

আপনজন ডেস্ক: এবার আর ধারের খেলোয়াড় নন, স্থায়ীভাবেই চেলসির ফুটবলার হয়ে এলেন জোয়াও ফেলিক্স। ৭ বছরের চুক্তিতে স্টামফোর্ড ব্রিজে ফিরেছেন পর্তুগিজ তারকা।

চেলসিতে দ্বিতীয় মেয়াদে ফিরে দারুণ খুশি ফেলিক্স। প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবে ফিরে তাই চেলসিকে 'ঘর' হিসেবে সম্বোধন করেছেন তিনি। ২৪ বছর বয়সী স্ট্রাইকার বলেছেন, 'এটা একটা সুযোগ একটা ঘর খুঁজে পাওয়ার জন্য। চেলসি ও বার্সেলোনার দুই ধারের পর আমার প্রয়োজন ছিল একটা স্থায়ী ঠিকানা। আমার জন্য চেলসির চেয়ে আর ভালো জায়গা হতে পারে না। আলো ছড়ানোর জন্য নিঁখুত জায়গা দেখছি।

এখানে ফিরতে আমাকে সহায়তা করেছে ক্লাব, লিগ, ভক্ত-সমর্থক এবং ভালোবেসে যে সময়টুকু আমি এখানে কাটিয়েছি। এখানে ফিরে আমি সত্যিই খুশি।'

আগের থেকে নিজেকে অনেক পরিবর্তন করেছেন বলে জানিয়েছেন ফেলিক্স। সামনে তার সেরা সময় আসছে বলে মনে করেন তিনি।

আতলেতিকো মাদ্রিদের সাবেক স্ট্রাইকার বলেছেন, 'একজন খেলোয়াড় হিসেবে অনেক উন্নতি করেছি। খেলাটা বুঝতে পারা এবং বলসহ সহজেই ফাঁকা জায়গা বের করে নেওয়াটা আমার খেলায় আরো প্রভাব রাখবে। মনে হচ্ছে সামনে আমার সেরা বছর আসছে। এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এ বছর আমার জন্য সেরা হতে যাচ্ছে। কারণ এখন আমি স্থায়ীভাবে একটা ঘর পেয়েছি। ঘরের সময়টা উপভোগ করতে চাই।' আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে ৭ বছরের চুক্তিতে চেলসিতে যোগ দিয়েছেন ফেলিক্স।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**